অভিনয়-সিরিজ




শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র সুর
২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ,
কলিকাতা-৪

প্রথম সংস্করণ—১৩২২

মুদ্রাকর—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র নাগ
বঙ্গশ্রী প্রেস
১২।২, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা



# অভিনয়-সিরিজ

রূপায়িত করেছেন, চিত্রশিল্পী—

## শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

পরিচালনা

## শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

( কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠাতা )

শরৎ সাহিত্য ভবন

# চরিত্র

| | |
|---|---|
| শিবাজী | |
| শাহজী | ঐ পিতা |
| তানোজী<br>নেতাজী<br>কৃষ্ণাজী | ঐ কর্ম্মচারীগণ |
| রামদাস স্বামী | ঐ গুরু |
| দাদোজী কোণ্ডদেব | ঐ শিক্ষক |
| আদিল শাহ | বিজাপুরের সুলতান |
| আফজল খাঁ | ঐ সেনাপতি |
| ঔরংজেব | দিল্লীর সম্রাট |
| শায়েস্তা খাঁ<br>জয়সিংহ | ঐ সেনাপতিগণ |
| রামসিংহ | জয়সিংহের পুত্র |
| নিয়ামৎ খাঁ<br>জাহান্দার খাঁ | শায়েস্তা খাঁর কর্ম্মচারী |
| চন্দ্ররাও | জাবালির রাজা |
| সূর্য্য রাও | ঐ ভ্রাতা |
| উদয়ভান | সিংহগড়ের কিল্লাদার |
| রহমৎখাঁ | ঐ সহকারী |

# ছত্রপতি শিবাজী

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

পুণা নগর—বাহিরে প্রান্তর।

কাল—সন্ধ্যা।

শিবাজী, তানাজী, নেতাজী, মাওয়ালী সৈনিকগণ।

শিবাজী : সূর্য্য অস্তাচলগামী—বন্ধুগণ! ও-সূর্য্য সাম্রাজ্যবাদী মুসলমানের সৌভাগ্যসূর্য্য। সম্মুখে সংশয়সঙ্কুল দীর্ঘ রজনী। তারই আঁধারের অন্তরালে হানা-হানি চলবে অত্যাচারীর সঙ্গে অত্যাচারিতের, পীড়কের সঙ্গে পীড়িতের, শাসকের সঙ্গে শাসিতের। সেই দীর্ঘ সংগ্রামের প্রথম পর্ব্ব এই তোর্ণা-অভিযান! এর সাফল্য নির্ভর করে তোমাদের বাহুবলের উপর।

সৈন্যগণ : বাহু আমাদের দুর্ব্বল নয়!

শিবাজী : ততোধিক নির্ভর করে তোমাদের মনোবলের উপর।

সৈন্যগণ : মনে আমাদের দ্বিতীয় চিন্তা নেই, জন্মভূমির দাস্য মোচন ছাড়া!

নেতাজী : মন্ত্রের সাধন, কিংবা শরীর পাতন! জনে-জনে আমরা আত্মাহুতি দেব মাতৃভূমির মুক্তি-যজ্ঞে!

সৈন্যগণ : জয় মারাঠার জয়! জয় শিব্বার জয়!

শিবাজী : তাই যদি হয় বন্ধুগণ, এ আঁধার রজনী একদা কাটবে—আর তার অবসানে উদয় হবে মারাঠার স্বাধীনতাসূর্য্য, ভারত-গগন উদ্ভাসিত ক'রে। চল—তোর্ণা!

সৈন্যগণ : চল—তোর্ণা।

শিবাজী : চল—বিজাপুর!

সৈন্যগণ : চল—বিজাপুর।

শিবাজী : চল—দিল্লী।

সৈন্যগণ : চল দিল্লী, চল দিল্লী, চল দিল্লী।

(সকলের প্রস্থান

(দাদাজী কোণ্ডদেব ও রামদাস স্বামীর প্রবেশ)

দাদাজী : আ হা হা হা! চলে গেছে, দেখা হ'ল না দেখাতে পারলাম না স্বামিজি! আমার শিব্বা আপনার আশীর্ব্বাদ গ্রহণের সুযোগ পেলে না—দুর্ভাগ্য আমার।

রামদাস : আশীর্ব্বাদের প্রয়োজন হয় দুর্ব্বলের। যা শুনেছি—তোমার শিব্বা ত' দুর্ব্বল নয়।

দাদাজী : না, দুর্ব্বল সে নয় স্বামিজি। না দেহে, না মনে। শৈশব কেটেছে তার—মায়ের মুখে রামচরিত্র কীর্ত্তন শুনে, কৈশোর কেটেছে রামচরিত্রের আদর্শ

আপনাকে গড়ে তুলবার প্রয়াসে। আজ প্রথম যৌবনে শিববা আমাব কলিব আদর্শ হিন্দুবীর নব-যুগেব নবীন বামচন্দ্র।

বামদাস: শুনেছি বিশ্বামিত্রের মত হাতে ধরে তুমি তাকে অস্ত্র আব শাস্ত্রশিক্ষা দিয়েছ। শিষ্যের সাথে তুমিও ভারতবাসী নিখিল হিন্দুর পূজা লাভ করবে এই আমার আশা।

(প্রস্থানোদ্যত)

দাদাজী: চ'ললেন প্রভু!

রামদাস: আবাব দেখা হবে।

দাদাজী: হবে ত?

রাম: হবে বই কি বন্ধু। শিববাকে শিক্ষা দিয়েছ তুমি দীক্ষা যে আমি দেব। এখন থেকে শিববা আমাব।

দাদাজী: এত সৌভাগ্য তাব হবে?

রাম: সৌভাগ্য তাব না আমাব জানি না। মনে বড় জ্বালা দাদাজী কোণ্ডদেব। দিকে দিকে গোব্রাহ্মণের নির্য্যাতন ধর্ম্ম পদাহত ধার্ম্মিক ধিকৃত কিসে প্রতিকার হবে, কবে প্রতিকার হবে, এই চিন্তা ছাড়া সংসাব ত্যাগী এই বৈবাগীব অন্য চিন্তা ছিল না। অবশেষে ধ্যানযোগে একদিন তার মূর্ত্তি দেখলাম ভগবৎ প্রেরিত মহাপুরুষ যিনি ভবানী

খড়্গ করে নিয়ে "পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতম" নবযুগে ভারতে অবতীর্ণ হয়েছেন। আজ তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছি, সৌভাগ্য তাঁর কি আমার জানি না!

দাদাজী : সাক্ষাৎ কই পেলেন প্রভু? সে ত আগেই রণযাত্রা ক'রেছে!

রাম : সাক্ষাৎ পেয়েছি বন্ধু! সাক্ষাৎ পেয়েছি! ঐ যে যায়—দূর বটে কিন্তু যোগীর দৃষ্টিকে ব্যাহত ক'রবার শক্তি ত দূরত্বের নেই! এ কে? নয়নে বিদ্যুৎ, কণ্ঠে বজ্র নির্ঘোষ, গতিবেগে প্রলয় ঝঞ্ঝা! অদৃশ্য আকাশে অশরীরী কিলকিলা ধ্বনি শুনছ দাদাজী কোণ্ডদেব? শিবাজীর অভিযানে অগ্রগামিনী লোলরসনা মহাকালী! মায়ের মুণ্ডমালা শুকিয়ে গেছে, তাজা রক্তঝরা বিজাপুরীর মুণ্ড দিয়ে তার নতুন মালা গেঁথে দেবার ভার প'ড়েছে বরপুত্র শিববার পরে! শিববা চ'লেছে অভিযানে—আমার কল্পনার রুদ্রদেবতা আর্য্য-পৌরুষের প্রত্যক্ষ প্রতীক, মুক্তিকাম ভারতের শরীরী প্রাণশক্তি। জয়তু শিববা! জয়তু শিববা! জয়তু শিববা!

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### জাবালি রাজধানী

চন্দ্ররাও, সূর্য্যরাও।

চন্দ্র: স্পর্দ্ধা এই বালকের, সে আমায় ব'লে পাঠায় তার আজ্ঞাবহ হ'তে!

সূর্য্য: অখণ্ড মারাঠা দেশ—বস্তুটা কি? মারাঠা দেশ ব'লে কোন দেশ আছে, এ ত শুনিনি এতদিন। মারাঠা জাতির কতক বাস করে কঙ্কনে, কতক বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যে, কতক বা আরও দক্ষিণে জিঞ্জী, ভেলোর, কর্ণাটক প্রভৃতি জনপদ পর্য্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

চন্দ্র: তবেই বোঝ, অখণ্ড মারাঠাদেশ ব'লতে বোঝা যায় শুধু একটি অশ্বডিম্ব,—দেশের দোহাই দিয়ে চায় সে শুধু নিজের শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে! কী পরিহাস আর কী ঔদ্ধত্য বল দেখি! শতাব্দী-পুরাতন জাবালিরাজ্য অন্তর্ভুক্ত হবে শিবাজীর রাজ্যের, যে শিবাজীর রাজ্য এখনও ভ্রূণ অবস্থায় রয়েছে, গুটি দুই-তিন ক্ষুদ্র গিরিদুর্গের ভিতর সীমাবদ্ধ হ'য়ে!

সূর্য্য : ওর এ ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। অগ্রজ! বলুন—আমি সৈন্য সজ্জা করি।

চন্দ্র : সৈন্য সজ্জা করার হয়ত প্রয়োজন হবে না! তুমি এক কাজ কব দেখি! বিজাপুব যাত্রাব জন্য প্রস্তুত হও! তোর্ণা দুর্গ অধিকার ক'রে শিবাজী বিজাপুবেব শত্রুপর্য্যায়ভুক্ত ত হ'য়েছেই, সুলতানকে একটু উস্কিয়ে দিয়ে, শিবাজীব দমনেব জন্য একদল বিজাপুরী সৈন্য যাতে অচিরে চ'লে আসে কঙ্কনে, তাব ব্যবস্থা কব গে! কিছু নজব নিয়ে যাও ভালবকম. যাতে ক'রে সহজেই সুলতানেব সুনজব আকর্ষণ কবা যায়।

সূর্য্য : এ যুক্তি অতি চমৎকার! কণ্টকে কণ্টক উদ্ধাব। আমি এখুনি প্রস্তুত হ'চ্ছি গিয়ে।

(প্রস্থান)

( কৃষ্ণাজীর প্রবেশ )

কৃষ্ণাজী : মহারাজ জাবালিপতিব জয় হ'ক! আমার প্রভু শিবাজীরাজের যে অনুবোধ আমি জ্ঞাপন ক'রেছি, তাব উত্তর পেলে আমি অবিলম্বে পুণা যাত্রা ক'রতে পাবি।

চন্দ্র : শিবাজীবাজের—অবশ্য রাজা উপাধি শিবাজী-বাজকে কে দিয়েছে তা জানি না।

কৃষ্ণাজী : উপাধিটি তাঁকে দিয়েছে তাঁর ভক্তেরা। তাঁর নিজের কোন আসক্তি নেই রাজা বা সম্রাট পদবীব উপর।

চন্দ্র : তাহ'লে শিবাজী-বাজ না ব'লে শিবাজী-সন্ন্যাসী উপাধি দিলে না কেন তাঁকে ভক্তবা? এমন যখন নিস্পৃহ মহাপুরুষ শিবাজী—যাক—আপনি যে উত্তব চেয়েছেন, তা পেতে আবও কয়েক দিন বিলম্ব হবে কৃষ্ণাজী। কারণ, আমবা এ বিষয়ে মন স্থির করে উঠতে পারি নি।

কৃষ্ণাজী : আমি এসেছি পক্ষকাল! দীর্ঘ সময়! শিবাজী-রাজ আমায় ব'লে দিয়েছিলেন—পক্ষকালের ভিতব উত্তব নিয়ে ফিরে না গেলে, তিনি আবাব দূত পাঠাতে বাধ্য হবেন।

চন্দ্র : আবার দূত?

কৃষ্ণাজী : আজকেব ভিতর আমি ফিবে না গেলে সে দূত এসে প'ড়বে মহারাজ!

চন্দ্র : আসুক।

কৃষ্ণাজী : কিন্তু আপনার মন স্থির ক'রতে এত বিলম্ব হ'চ্ছে কেন জাবালিপতি? কোন ক্ষতিকর বা অসম্মান-জনক প্রস্তাব ত আমার প্রভু করেন নি! আপনিই আপনার রাজ্য শাসন করবেন। কেবল অস্ত

কোন স্বতন্ত্র রাজ্যের সঙ্গে আপনি সম্পর্ক রাখবেন না! সে সম্পর্ক অবধারণ করবার সময় আপনি যৌথভাবে শিবাজীরাজের নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ ক'রবেন! বিনিময়ে আপনি সর্ব্বসময়েই পাবেন শিবাজী-রাজের সৈন্য সাহায্য, আততায়ী বহিঃ-শত্রুর বিরুদ্ধে।

চন্দ্র : খুব লাভ ও সম্মানজনক প্রস্তাবই ক'রেছেন আপনার প্রভু। বলি—কোন্ অধিকারে স্বাধীন জাবালিপতির কাছে এমন একটা উদ্ধত প্রস্তাব পাঠান শিবাজীরাজা? শিবাজীর পিতামহের যখন জন্ম হয় নি, তখন থেকে জাবালি স্বাধীন রাজ্য। আজ সেই জাবালি—

কৃষ্ণাজী : ক্রোধের বশে সত্যের বিকৃতি ঘটাবেন না মহারাজ! জাবালি কোনদিনই স্বাধীন রাজ্য নয়—চিরদিনই সে হয় বিজাপুর, নয় গোলকুণ্ডা, নয় অন্য কারো বশ্যতা স্বীকার ক'রে এসেছে। স্বাধীন কোনদিনই ছিল না জাবালি—এখনও নেই, থাকলে শিবাজীই জাবালির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতেন, জাবালিকে নিজের সাথে এসে মিলবার জন্য আমন্ত্রণ ক'রতেন না! কারণ, মারাঠাজাতির একটা স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনই তাঁর

কার্য্য—সে রাষ্ট্র পুণাতেই প্রতিষ্ঠিত হ'ক বা জাবালিতেই হ'ক!

চন্দ্র : শিবাজীই যে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন ক'রতে পারবেন, সেটা আগে প্রমাণ হ'ক, তারপর তাঁর সঙ্গে মেশা না মেশার প্রশ্ন আমরা বিচার ক'রব!

কৃষ্ণাজী : তোণা অধিকারে সে প্রমাণ আপনি পাননি?

চন্দ্র : একটা ক্ষুদ্র গিরিদুর্গ—ফুঃ!

কৃষ্ণাজী : জাবালি অধিকার ক'রলে সেটাকে সন্তোষজনক প্রমাণ ব'লে আপনি স্বীকার ক'রবেন বোধহয়?

চন্দ্র : আপনি ধৃষ্টতা প্রকাশ ক'রছেন দূত!

( সূর্য্যরাওএর প্রবেশ )

সূর্য্য : দাদা! আমি প্রস্তুত!

চন্দ্র : বেশ! শুনুন কৃষ্ণাজী! আরও দু'চার দিন আপনাকে অপেক্ষা ক'রতে হবেই! এর মধ্যে যদি শিবাজী-রাজ অধৈর্য্য হ'য়ে পুনরায় দূত পাঠান—বেশ ত! জাবালি-রাজ দু'জন দূতকে আতিথ্য সৎকারে তৃপ্ত ক'রতে পারবেন—এ ভরসা আপনি স্বচ্ছন্দে ক'রতে পারেন!

(সূর্য্যরাও সহ প্রস্থান)

( একজন সৈনিকের প্রবেশ )

সৈনিক :

কৃষ্ণাজী : এইমাত্র রাজভ্রাতার সঙ্গে ওদিকে চ'লে গেলেন। (নিম্নস্বরে) কি সংবাদ—ত্র্যম্বকরাও?

সৈনিক : জাবালির অর্দ্ধেক সৈন্যই মহারাজ শিবাজীর পতাকাতলে সমবেত হ'তে প্রস্তুত। তারা মারাঠাজাতির স্বাধীনতা চায়—যা চন্দ্ররাওয়ের দ্বারা কোনদিন অর্জ্জিত হবার সম্ভাবনা নেই!

কৃষ্ণাজী : উত্তম! প্রস্তুত থেকো!

সৈনিক : কবে?

কৃষ্ণাজী : হয়ত আজই, কারণ পক্ষকাল আজই উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। শিবাজীর দ্বিতীয় দূত আজই আসবে হয়ত!

(নেপথ্যে কোলাহল)

সৈনিক : ওকি ও?

কৃষ্ণাজী : হয়ত, শিবাজীর দ্বিতীয় দূতের কণ্ঠস্বর।

সৈনিক : যেন সহস্র সহস্র সৈনিকের পদধ্বনি, জাবালি কেঁপে কেঁপে উঠছে!

কৃষ্ণাজী : ও পদধ্বনি শিবাজীর দ্বিতীয় দূতের।

(নেপথ্যে—জয় মারাঠার জয়)

সৈনিক : জয় মারাঠার জয়! অস্পষ্ট শুনেছি, জয় মারাঠার জয়! অযুত কণ্ঠের জয়ধ্বনি—ও কাদের জয়ধ্বনি মারাঠাদূত?

কৃষ্ণাজী : ও জয়ধ্বনি শিবাজীর দ্বিতীয় দূতের! তুমি যাও —সঙ্গীদের প্রস্তুত হ'তে বল গিয়ে! যারা মারাঠার স্বাধীনতা কামনা করে, দাক্ষিণাত্য জুড়ে মারাঠা জাতির উপর বিভিন্ন মুসলমান সুলতানের অকথ্য নির্য্যাতনের যারা করে অবসান কামনা, তাদের প্রস্তুত হ'তে বল গিয়ে! শিবাজীর আহ্বান এসেছে মুক্তিকামীদের হৃদয়দ্বারে—ঐ উড়েছে স্বাধীনতার পতাকা, কাতারে কাতারে এসে দাঁড়াও তার তলে—জাবালিবাসী স্বাধীনতার পূজারীবৃন্দ!

( সৈনিকের প্রস্থান )

( চন্দ্ররাওয়ের প্রবেশ )

চন্দ্র : একি?. কৃষ্ণাজী! এ কারা? কারা ঐ জয়নাদে জাবালির দিগন্ত কাঁপিয়ে তুলছে?

কৃষ্ণাজী : ওরা—শিবাজীরাজের দ্বিতীয় দূত!

চন্দ্র : দ্বিতীয় দূত?

কৃষ্ণাজী : পক্ষকাল উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে! আমি ত পূর্ব্বেই নিবেদন ক'রেছিলাম—নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর আমি ফিরে না গেলে শিবাজীরাজের দ্বিতীয় দূত আসবে মহারাজের কাছে?

চন্দ্র : একে বল দূত—বিশ্বাসঘাতক? ঐ অগণ্য সশস্ত্র সৈন্যের দুর্ম্মদ বাহিনীকে?

কৃষ্ণাজী : অগণ্য আব কি? দু'চার হাজার হবে। আব, সশস্ত্র? অস্ত্র কোথায় পাবে মাওয়ালী চাষাব দল? লাঙ্গল নিয়ে যুদ্ধ ক'বতে হ'লে কি আব দুর্ম্মদ আখ্যা পাওয়া যায়? ওবা নেহাৎই চাষা—জাবালিপতি! আপনাব ব্যস্ত হ'বাব কোন কাবণ নেই!

চন্দ্র : বিশ্বাসঘাতক!

কৃষ্ণাজী : দূত মাত্র! আপনাব কোন বিশ্বাসই ত আমাব উপর ন্যস্ত কবেন নি, যা ভঙ্গ ক'বে আমি বিশ্বাসঘাতক আখ্যা পেতে পাবি!

চন্দ্র : তোমায় হত্যা ক'বব! কোই হ্যায়?

( কতিপয় সৈনিকেব প্রবেশ )

সৈনিক : মহাবাজ!

চন্দ্র : এই বিশ্বাসঘাতককে হত্যা কব।

সৈনিক : এ ত শিবাজীরাজের দূত!

চন্দ্র : তাই কি?

সৈনিক : স্বাধীনতার বাণী বহন ক'রে যিনি জাবালিতে এসেছেন—তাঁকে হত্যা ক'রবে জাবালিবাসী?

চন্দ্র : তোরা সবাই বিশ্বাসঘাতক। তবে আমায়ই হত্যা কর্ তোরা, এই বুক পেতে দিচ্ছি—হান্ খড়্গ!

সৈনিক : আপনাকে হত্যা ক'রতে আমরা চাই না। আমরা চাই আপনার রূপান্তর দেখতে! মুসলমান সুলতানদের জুতার তলা থেকে উঠে আপনি সোজা হ'য়ে স্বাধীনতার সূর্য্যালোকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, এইটুকু আমরা দেখতে চাই শুধু।

কৃষ্ণাজী : আর এইটুকু দেখতে পেলেই ঐ লাঙ্গলধারী মাওয়ালী বাহিনী জাবালীর বহিঃ-প্রাচীরকে অভিবাদন ক'রে বাইরে থেকেই ফিরে যাবে পুণার পথে। স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের এই ঘোর অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য থেকে তাদের দেবেন কি নিষ্কৃতি জাবালিপতি?

চন্দ্র : ওদের জীবনধারণের দুর্ব্বহ কর্ত্তব্য থেকে নিষ্কৃতি দেবারই ব্যবস্থা ক'রছি আমি—একটুখানি দাঁড়াও তোমরা!

(দ্রুত প্রস্থান)।

(নেপথ্যে যুদ্ধ-কোলাহল—রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া আসিল। পরে পুনরালোকিত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন শিবাজী ও কৃষ্ণাজী)

শিবাজী : বড়ই দুর্ভাগ্য ! চন্দ্ররাও যুদ্ধে নিহত হ'য়েছেন ! মুষ্টিমেয় সৈনিক তাঁর হ'য়ে ল'ড়েছিল আমাদের বিপক্ষে ! তাদেরই নিয়ে অকুতোভয়ে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ ক'রে বীরগতি লাভ ক'রেছেন জাবালিপতি।

কৃষ্ণাজী : স্বজাতিদ্রোহের যোগ্য দণ্ডই হ'য়েছে। তাব জন্য দুঃখ কি শিবাজীরাজ ?

শিবাজী : দুঃখ শুধু এই যে, জাবালিপতির যে বীরত্ব মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হ'লে মারাঠার অভ্যুত্থানের পথ সুগম হ'তে পারত—তা মারাঠারই বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হ'য়ে ক'রে গেল আমাদেরই শক্তিক্ষয় ! যাক ! ঘোষণা ক'রে দাও কৃষ্ণাজী—জাবালি আজ থেকে পুণার সঙ্গে মিশে স্বাধীন মারাঠাচক্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হ'ল ! থামিয়ে দাও রক্তপাত ! কঠোর হস্তে নগরে কর শান্তির প্রতিষ্ঠা ! গৃহে গৃহে গৃহস্বামীদের বল—স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ ক'রে উৎসবে আনন্দে আজিকার শুভদিনকে তারা বরণ ক'রে নিক ! ভাল কথা—রাজভ্রাতা সূর্য্যরাও কই ?

( সৈনিকের প্রবেশ )

সৈনিক : সূর্য্যরাও—বিজাপুরে পলায়ন ক'রেছেন।

শিবাজী : হাঃ হাঃ হাঃ—স্বজাতি হ'ল পর, মুসলমান হ'ল আপন! হ'ক! বিজাপুরের শক্তি কতখানি—দেখবাব জন্য আমি প্রস্তুত।

## তৃতীয় দৃশ্য।

বিজাপুর রাজপ্রাসাদ।

কক্ষমধ্যে আদিলশা. শাহজা।

শাহজী : আমাব পুত্রের আচরণের জন্য আমাকে কেন দায়ী হ'তে হবে—তা আমি বুঝতে পারছি না সুলতান!

আদিল : আপনার পুত্রের জন্য আপনি দায়ী হবেন না ত কি দায়ী হব আমি ?

শাহজী : সুলতান বিবেচনা করুন, পুত্রের সঙ্গে বহুবর্ষ আমার কোন যোগাযোগ, সংস্রব পর্য্যন্ত নেই। এ আমার লজ্জার কথা, কিন্তু সত্য যা, তা স্বীকার ক'রতেই হবে। পুত্র তার মাতার সঙ্গে বাস করে আমার পৈত্রিক জায়গীর—পুণায়। আমি

বাস করি আমার দ্বিতীয়া পত্নী এবং তাঁরই পুত্রদের নিয়ে আমার স্বোপার্জ্জিত বিজাপুর জায়গীরে। পুত্রকে যখন আমি শেষ দেখেছিলাম, তখন তার বয়স পাঁচ, বা ছয় বৎসর। এখন সে বিংশবর্ষীয় যুবা। এই দীর্ঘ দিন—সে শিক্ষা লাভ ক'রেছে তার মাতার কাছে,—কী জাতীয় শিক্ষা, তার বিন্দু বিসর্গও আমি জানি না। কাজেই এখন যদি তার বিদ্রোহের জন্য আমায় জবাবদিহি ক'রতে হয়, তবে এই কেবল ব'লতে পারি যে, দেবার মত জবাব আমার কিছুই নেই!

আদিল: সে কথা যদি মেনেই নিই, দায়ী যদি আপনাকে না-ও করি, তবু—অন্ততঃ বিজাপুর সুলতানের সাহায্য ক'রতে আপনি সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হবেন—এ ত অবশ্য আশা ক'রতে পারি! যেহেতু আপনি বিজাপুরের সম্মানিত এবং দায়িত্বশীল কর্ম্মচারী!

শাহজী: অবশ্য, যদি বিজাপুরকে সাহায্য ক'রতে গিয়ে আমায় গুরুতর অন্যায় কিছু না ক'রতে হয়!

আদিল: গুরুতর অন্যায়? সে আবার কী?

শাহজী: যথা—ধরুন আপনি যদি বিবেচনা করেন যে,

পুত্রকে সাদরে আমার কাছে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এসে তাকে গুপ্তহত্যা ক'রে বিজাপুরের পথ নিষ্কণ্টক ক'রে দেওয়া আমার উচিত—তা হ'লে—

আদিল : কি ব'লছেন আপনি শাহজী ভোঁসলে? গুপ্তহত্যা যদি তাকে ক'রতেই হয়, তবে সেজন্য তার পিতা ছাড়া কি অন্য কাউকে আমি ব'লতে পারব না? তবে গুপ্ত-হত্যার প্রয়োজন হবে না ব'লেই আমি মনে করি। বিজাপুরের রাজশক্তি এত দুর্ব্বল নয় যে, সামান্য সাধারণ একটা উদ্ধত বালককে সম্মুখ যুদ্ধে শাসন ক'রতে অক্ষম হবে!

শাহজী : এই ত সুলতানের উপযুক্ত কথা! যে বিদ্রোহী বা আততায়ী, তাকে দমন ক'রবার জন্য আপনার সৈন্য আছে, সেনাপতি আছে, তাদের পাঠান করুন!

আদিল : বলি, তার পূর্ব্বে একবার ঠাণ্ডা মেজাজে আপোষ নিষ্পত্তির চেষ্টা ক'রলে হ'ত না? আমি আপনার পুত্রের সম্বন্ধে যা শুনেছি, তাতে আমার মনে হ'য়েছে, ছোকরার সামরিক প্রতিভা আছে। সে যদি দুর্বুদ্ধি ত্যাগ ক'রে বিজাপুরের ফৌজে

যোগ দেয়—তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ব'লে আমি মনে করি। সে একদিন বিজাপুর বাহিনীর সিপাহশালার বা বিজাপুর দরবারের উজীরে—আজম হবে না, এমন কথা কে ব'লতে পারে? আমি তাকে এখনই হাজারী মনসবদার পদে নিয়োগ ক'রব।

শাহজী: বেশ ত—তার কাছে প্রস্তাব পাঠানো হ'ক! সে যদি বুদ্ধিমান হয়, অবশ্যই সুলতানের ঔদার্য্য উপলব্ধি ক'রবে।

আদিল: আরে ছোঃ ছোঃ! বিজাপুরের সুলতান একটা উদ্ধত ছোকরাকে খোসামোদ ক'রে ডেকে এনে চাকরি দেবে? সুলতানী দরবারের কি এই দস্তুর? এতদিন আমাদের সাহচর্য্য ক'রে আপনি শেষে এই ধারণা ক'রলেন আমাদের সম্বন্ধে? তা নয়, আমি চাই—প্রস্তাবটা আপনি করুন তার কাছে!

শাহজী: সুলতানের কর্ম্মচারী হিসাবে সুলতানের নামে অবশ্যই আমি এ প্রস্তাব ক'রতে পারি তার কাছে, যদি সুলতানের তাই ইচ্ছা হয়!

আদিল: না, না, সেভাবে নয়! আপনি যেন পিতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হ'য়ে পিতার অধিকার নিয়ে তাকে

সদুপদেশ দিতে যাচ্ছেন—এইভাবে আপনাকে অগ্রসর হ'তে বলি আমি!

শাহজী : সে যদি বলে—'যে পিতাকে বিগত পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে চাক্ষুষ দেখিনি, পুত্রের অস্তিত্ব বিষয়ে যে পিতা এই দীর্ঘ দিনের ভিতর নিজেকে সচেতন ব'লে প্রমাণ করেন নি কোন রূপে, আজ তিনি কোন্ অধিকারে এলেন আমাকে সদুপদেশ দিতে?'

আদিল : না—না—না! আমি হিন্দুদের পিতৃ-ভক্তির কথা জানি! আপনাদেরই একখানা কেতাব আছে, তাতে লেখা আছে শুনেছি, সেই প্রাচীনকালের কোন্ এক হিন্দু বাদশার বেকুফ লেড়কা বাপের কথায় রাজ্যৈশ্বর্য্য সব ছেড়ে দিয়ে বনে চ'লে গিয়েছিল! আপনার ছেলেও ত হিন্দু! সে কি আর বাপের কথার একেবারে অবাধ্য হ'তে পারবে?

শাহজী : ভগবান রামচন্দ্রের সঙ্গে আমার পুত্রকে এক-পর্য্যায়ে ফেলে আপনি আমায় গৌরবান্বিত ক'রেছেন সুলতান! কিন্তু একটা কথা নিবেদন করি—রামচন্দ্রের আচরণ যতই প্রশংসার্হ হ'ক, দশরথ রাজার আচরণকে ও ক্ষেত্রে আমি মোটেই

প্রশংসা করি না। এবং রাজা দশরথের মত আমিও যে অন্যায় আদেশ বা অনুরোধ ক'রে পুত্রকে গৌরবের পথ থেকে বিচ্যুত ক'রব, এ ধারণা কখনই ক'রবেন না! পুত্র যা বেছে নিয়েছে, তাই যে গৌরবের পথ, কীর্ত্তির পথ, এমন কি ঐহিক সমৃদ্ধিরও পথ, তা আমি জানি। এবং পিতা হ'য়ে সে পথ ত্যাগ ক'রতে আমি তাকে কখনই ব'লব না।

আদিল : গৌবরের পথ, কীর্ত্তিব পথ, এবং ঐহিক সমৃদ্ধিরও পথ বটে, কিন্তু ঐ পথই যে হয়ত আবার শ্মশান-যাত্রার পথ—তা জানেন ?

শাহজী : কী আসে যায় ? শিবাজীর দেহে রাজরক্ত বিদ্যমান! আমার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন মেবারের বাজবংশীয়, শিবাজীর মায়ের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন দেবগিবিব রাজবংশীয়! বীর ধর্ম্ম আচবণের ফলে বীবগতি লাভ শিবাজীর বংশের চিরদিনের প্রথা!

আদিল : আপনি কিছুতেই আমার অনুবোধ রক্ষা ক'রতে স্বীকৃত নন তাহ'লে ? উত্তম, শিবাজীকে শায়েস্তা ক'রতে আমি জানি! অবাধ্য ভৃত্যকে দণ্ড দেবাব পদ্ধতিও আমার অজানা নয়! শেষবার জিজ্ঞাসা করি—আপনি শিবাজীকে আমার

বশ্যতা স্বীকার ক'রতে আদেশ ক'রবেন কি না ?

শাহজী : কদাচ না !

আদিল : উত্তম—কোই হ্যায় ?

সৈন্যগণের প্রবেশ

বন্দী কর এই শাহজীকে ! শোন শাহজী ! যতদিন না শিবাজী বশ্যতা স্বীকার ক'রবে—ততদিন তোমার মুক্তি নেই ! যাও—নিয়ে যাও কারাগারে !

শাহজী : মুক্তি যদি জীবনে আর নাও পাই, তবু কামনা ক'রব—পুত্র আমার বীর ধর্ম্মে একনিষ্ঠ হ'য়ে অমর কীর্ত্তি লাভ করুক !

( সৈন্যগণ শাহজীকে লইয়া গেল )

আদিল : এই হিন্দুদের চেনা দুষ্কর ! শাহজী এমন অবাধ্য হবে—ভাবিনি কোন দিন !

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী : জাঁহাপনা ! জাবালির মারাঠা-রাজার ভাই !

আদিল : জাবালির মারাঠা রাজার ভাই ? নিয়ে এস, জলদি নিয়ে এস !

প্রতিহারীর প্রস্থান

দেখা যা'ক—এর দ্বারা যদি কিছু কাজ হয়! এও মারাঠা যখন—

সূর্য্যরাওয়ের প্রবেশ

সূর্য্য : জাঁহাপনার জয় হ'ক! আমি শরণাগত, আমায় রক্ষা করুন!

আদিল : শান্ত হো'ন! কী হ'য়েছে আপনার? কী ক'রতে পারি আমি?

সূর্য্য : শিবাজী—শিবাজীব নাম শুনেছেন জাঁহাপনা?

আদিল : শি—বা—জী! মনে ত' পড়ে না! কে শিবাজী?

সূর্য্য : যে আপনার তোর্ণা দুর্গ সম্প্রতি অধিকার ক'রেছে—পুণার শিবাজী!

আদিল : তোর্ণা দুর্গ! সে দুর্গ আমার? অঁ্যা?

সূর্য্য : অবশ্য! চিরদিনই তোর্ণা বিজাপুরের অন্তর্গত!

আদিল : তা হ'তে পারে! কিন্তু বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত দুর্গ শিবাজী- পুণার শিবাজী কি ক'রে অধিকার ক'রবে? বিজাপুর কি এতই দুর্ব্বল?

সূর্য্য : কে ব'লবে বিজাপুব দুর্ব্বল? এত গোস্তাকি কার? তা নয়! বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে—

আদিল : তা হয় ত—সম্ভব! আমি ওকথা শুনিনি, অবশ্য! কোথায় রাজ্যের কোন্ সীমান্তে কোন্ ক্ষুদ্র গিরিদুর্গে কে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছে, তাও

যদি আমায় জা'নতে ও মনে রাখতে হয়, তা হ'লে ত আর একটা মাথায় কুলায় না! যদি ও রকম কোন ঘটনা ঘ'টেই থাকে, উজির জানেন অবশ্য, এবং সেনাপতিরা তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই ক'রে থাকবেন! আচ্ছা. তাহ'লে আপনার কি করেছে ঐ পুণাব শিবাজী? তোর্ণার বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ আমায় দেবাব জন্য অবশ্য আপনি কষ্ট ক'বে জাবালি থেকে ছুটে আসেন নি?

সূর্য্য : না—শিবাজী বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে জাবালি অধিকার ক'রেছে!

আদিল : জা—বালি—অধিকার ক'রেছে?

সূর্য্য : সে দূত পাঠায় আমার অগ্রজ মহারাজ চন্দ্ররাওয়ের কাছে, সন্ধির প্রস্তাব ক'রে। আমরা চিরদিন বিজাপুরের অনুগত, কাজেই সুলতানের সম্মতি না নিয়ে শিবাজীর সঙ্গে সন্ধি ক'রতে স্বভাবতঃই অস্বীকৃত হই! তার প্রস্তাবের কথা জাঁহাপনাকে জানাবার জন্য আমি রাজধানী থেকে বেরুতে না বেরুতেই শিবাজীর সৈন্য জাবালি আক্রমণ ক'রলে! পথে অশ্বপৃষ্ঠে ব'সেই আমি সংবাদ পেলাম, জাবালির পতন হ'য়েছে। আমার অগ্রজ

যুদ্ধে নিহত হ'য়েছেন, এবং শিবাজী পুণা ও জাবালি উভয় জনপদ মিলিয়ে এক স্বাধীন মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ক'রেছে!

আদিল : স্বাধীন মারাঠা রাজ্য! পুণা ও জাবালি! এই শিবাজী—ওকে অঙ্কুরে বিনাশ ক'রতে না পারলে—কে আছ? আফজল খাঁ—

সূর্য্য : আফজল খাঁ? বিজাপুরের সবচেয়ে শক্তিমান সেনাপতি? এইবার—শিবাজী—

আদিল : আফজল খাঁ! আফজল খাঁ!

আফজল খাঁর প্রবেশ

আফজল : আমি বাইরেই ছিলাম জাঁহাপনা! জাঁহাপনার কণ্ঠে উত্তেজনার স্বরে আমার নাম উচ্চারিত হ'তে শুনে, অন্য সংবাদের প্রতীক্ষা না ক'রেই ছুটে এসেছি।

আদিল : বিজাপুরের শত্রু কারা—খাঁ সাহেব?

আফজল : কেন? গোলকোণ্ডা, আহমদনগর, দিল্লী-সাম্রাজ্য—

আদিল : আর আছে?

আফজল : মনে ত পড়ে না! বিজাপুরের শত্রু—

আদিল : যে কয়টা নাম ক'রলেন—তারা সবই মুসলমান। শত্রু হ'লেও তারা মুসলমান! তাদের হাতে

পরাজিত হ'লেও সান্ত্বনা আছে। কিন্তু কাফেরের হাতে যদি পরাজয় ঘটে—

আফজল : কাফেরের হাতে পরাজয়? যেদিন বিজয়নগব ধ্বংস হ'য়েছে—কাফেরের হাতে আমাদেব পরাজয়ের সমস্ত সম্ভাবনা কি সেইদিনই শেষ হ'য়ে যায়নি?

আদিল : না—না——যায়নি! শত্রুর শেষ হয় না! কে জানত, কেঁচো সাপ হ'য়ে বিজাপুরকে কামড়াবে? পুণাব এক কাফেব ছোকবা বিজাপুবের বিরুদ্ধে মাথা তুলেছে—সে শাহজীর পুত্র!

আফজল : শাহজী? ওর নাম শুনলে আমার মন বিতৃষ্ণায় ভ'রে ওঠে! কেন যে জাঁহাপনা ওকে এত অনুগ্রহ করেন—

আদিল : অনুগ্রহ করি নিজের প্রয়োজনে! তোমরা লড়াই জান, রাজস্বের হিসাব বোঝ কি? অথচ রাজস্ব বিনা রাজ্য চলে না। মুসলমান বাদশাহ যেখানে কাফেরকে অনুগ্রহ ক'রেছেন দেখবে—সেখানেই জা'নবে যে সে অনুগ্রহের কারণ হ'ল রাজস্ব বিভাগের হিসাবের জটিলতা! যাক সে কথা! ঐ শাহজীর এক পুত্র থাকে পুণায়।

সে আমাদের তোর্ণা দুর্গ অধিকার ক'রেছে—এবং——

আফজল : তোর্ণা অধিকারের পরেও এবং? তোর্ণা পুনরুদ্ধারের জন্য কাকে পাঠানো যায়, এই নিয়ে উজীরের সঙ্গে আমার আলোচনা হ'চ্ছিল—এই দু'চার দিন আগে।

আদিল : সেই দু'চার দিন সময় সে যদি না পেত, তাহ'লে সে জাবালি অধিকার ক'রতে পারত না!

আফজল : জাবালি অধিকার? সেই ছোকরা জাবালি অধিকার ক'রেছে? জাঁহাপনা যখন প্রশ্ন ক'রেছিলেন—কাফেরশত্রু বিজাপুরের কে আছে—তোর্ণার আক্রমণকারীর কথা আমার মনেই হয়নি। সে যে একটা শত্রু—এ হিসাবই আমি করিনি। কিন্তু এখন—

আদিল : এখন ঐ শত্রুকে নির্ম্মূল ক'রবার ভার তোমার উপর আফজল খাঁ। এই ভদ্রলোক জাবালির রাজভ্রাতা, এঁর কাছে তুমি অনেক সন্ধান ও সাহায্য পাবে, আশা করি।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

### পুণার উপকণ্ঠ

প্রান্তর মধ্যে চন্দ্রাতপ

শিবাজী, তানোজী।

তানোজী: মাত্র এক হাজার সৈন্য রইল নেতাজীর সঙ্গে—আমাব মন প্রসন্ন হ'চ্ছে না। ওরা বিশ্বাস-ঘাতকতার চেষ্টা ক'রবে না—এ কেউ গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে আমায় ব'ললেও আমি বিশ্বাস করি না।

শিবাজী: করে যদি—আমরা ত প্রস্তুতই আছি। আমার প'রিধানে এই কার্পাস-বস্ত্রের নীচে লৌহ-বর্ম্ম, অদূরে ঐ নেতাজীর সঙ্গে সহস্র মাওয়ালী। চিন্তার কারণ কি? যুদ্ধই যদি বাধে, পুণা ত দূর নয়—সেখানে আরও সৈন্য রয়েছে।

তানোজী: বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া অন্য কোন মতলব আফজল খাঁর থাকতে পারে না।

শিবাজী: আমারও তা মনে হয় বই কি! নইলে এত সতর্কতা কেন? কিন্তু কি জান, এ কথা যেন কেউ ব'লতে না পারে যে, আফজল খাঁ সন্ধির

জন্য শিবাজীকে আহ্বান ক'রেছিল, কিন্তু ভয়ে শিবাজী সাক্ষাৎ ক'রতেই সাহস পেলে না। ভীরুতার অপবাদ মাথায় নেওয়ার চেয়ে মৃত্যুর আশঙ্কা তুচ্ছ ক'রে বিপদের মুখে এগিয়ে যাওয়া ভাল। কি বল তুমি?

তানোজী: হয়ত আপনার কথাই ঠিক! সে যা হোক—এখনও আফজল খাঁর আসবার দেরী আছে। চলুন--নেতাজীর ওখানে একবার দেখা দিয়ে আসা যাক!

শিবাজী: চল—চাঁদোয়াটা রেশমী—তা লক্ষ্য ক'রেছ? বিজাপুরের ঐশ্বর্য্যের পরিচয়!

তানোজী: এবং আসনগুলি রৌপ্য খচিত! সবই দেখেছি রাজা! উভয়ের প্রস্থান।

আফজল খাঁ ও সূর্য্য রাওয়ের প্রবেশ।

আফজল: চিন্তা কি? আজ আপনার ভ্রাতৃ-হত্যার যোগ্য প্রতিশোধ নেব!

সূর্য্য: আমি ভাবছিলাম—সৈন্যবল যখন আমাদেরই বেশী, তখন সম্মুখ যুদ্ধে জয় আমাদেরই নিশ্চিত ছিল—কারণ সেনাপতি যখন আপনি স্বয়ং!

আফজল: যুদ্ধ ত ক'রবই! তবে তার পূর্ব্বে ঐ ধূর্ত্ত শিবাজীকে বন্দী ক'রতে চাই। নৈলে হবে কি

জান—যুদ্ধ জয় হবে বটে, কিন্তু শিবাজীর পাত্তা পাওয়া যাবে না! বেমালুম স'রে পড়বে। হয়ত দু'দিন চুপ ক'রে থাকবে, তারপর হঠাৎ এক সময়ে দু' দশটা মাওয়ালী জোগাড় ক'রে আমাদের আর একটা গিরিদুর্গ দখল ক'রে ব'সবে। ব্যস্! আবার সেই গোড়া থেকে সুরু হ'ক সমস্ত ব্যাপার। এ যা বন্দোবস্ত ক'রেছি—এ অব্যর্থ। আপনি দেখে নেবেন।

সূর্য্য : শিবাজীও ধূর্ত্ত কম নয়। আমি জানি কি না! তাই আমার এত ভয়।

আফ : ঐ কারা আসছে নয়?

সূর্য্য : হাঁ—কথামত ঠিক দু'জনই আসছে দেখি! আমরাও দু'জন, ওরাও দু'জন।

আফ : শিবাজী কে?

সূর্য্য : যে একটু বেঁটে, ঐ শিবাজী।

আফ : ঐ? আরে—ওকে ত আমি বগলদাবা ক'রে শিবিরে নিয়ে যাব। বিশহাত দূরে থাকুন গিয়ে আপনি—যেমন কথা ছিল। আগে থাকতে কোন সন্দেহ না করে।

সূর্য্য : যাই। আপনি কিন্তু খুব সাবধান!

আফ : আরে—আমার এই সাড়ে চার হাত লম্বা দেহ-

খানা দেখেও আপনার ভরসা হ'চ্ছে না? একটি ঘুসিতে একটা মোষের মাথা চূর্ণ ক'রতে পারি, ও ত একটা নেহাৎ বাচ্ছা।

সূর্য্য : আমি বিশ হাত দূরে দাঁড়াচ্ছি গিয়ে, ওই যে শিবাজীর সঙ্গীও বিশ হাত দূরে রয়ে গেল। শিবাজী আসছে। সাবধান, খাঁ সাহেব, সাবধান!

(প্রস্থান)

(শিবাজী অগ্রসর হইলেন)

শিবাজী : বিজাপুরপতির জয় হোক।

আফ : শিবাজীরাজের শ্রীবৃদ্ধি হোক। আজ আমার আনন্দের দিন। যুদ্ধ ক'রে ক'রে অরুচি ধ'রে গেছে বন্ধু। একবার চেষ্টা ক'রে দেখি—বিনা-যুদ্ধে শান্তি স্থাপন করা যায় কিনা! বিজাপুর দরবারে আপনার পিতা আমার সহকর্ম্মী ও পরম সুহৃদ, এই কারণেও অসিহস্তে আপনার সম্মুখীন হওয়ার কল্পনা আমার কাছে অত্যন্তই বিরক্তিকর মনে হ'য়েছে।

শিবাজী : আপনি উদার, বিজাপুর সেনাপতি! আসুন— সন্ধির বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করা যা'ক।

আফ : তা ত ক'রবই। কিন্তু তার আগে আসুন, বন্ধুভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করি। আপনি আমার

পরম সুহৃদ শাহজীর পুত্র। আসুন—পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হ'য়ে প্রতিজ্ঞা করি—আমরা পরস্পরের শত্রুতা সাধনে কখনই প্রবৃত্ত হব না।

শিবাজী : আপনার যেমন অভিরুচি—

(উভয়ে আলিঙ্গন, আফজল খাঁ শিবাজীকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিল)

শিবাজী : একি—খাঁ সাহেব ?

আফজল : সূর্য্যরাও! এগিয়ে আসুন—ধ'রেছি, সঙ্কেত করুন সৈন্যদের!

শিবাজী : বিশ্বাসঘাতক! [আফজল খাঁর বক্ষে বাঘনখ বিদ্ধ করিলেন]

আফজল : সোভানাল্লা! আমি আহত সূর্য্যরাও।

শিবাজী : আহত নও, তুমি নিহত বিশ্বাসঘাতক। ওই বিষাক্ত বাঘনখের একটি আঁচড়ও যে-কোন মানুষের পক্ষে প্রাণঘাতী। তুমি আল্লার নাম কর—খাঁ সাহেব! তানোজী!

( দ্রুত তানোজীর প্রবেশ )

তূর্য্যধ্বনি কর—তানোজী। নেতাজীকে অগ্রসর হ'তে বল। আক্রমণ কর, বিতাড়িত কর বিজাপুরী সৈন্যকে।

( তানোজীর তূর্য্যধ্বনি )

আফজল : সূর্য্যরাও। ইয়া আল্লা— ( মৃত্যু )

শিবাজী। ঐ সূর্য্যরাও ?—ও পালাচ্ছে! ওকে পালাতে দেওয়া হবে না, ঐ স্বদেশদ্রোহীকে! দেখি তোমার বল্লম তানোজী!

(বল্লম লইয়া সূর্য্যরাওকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ। সূর্য্যরাও আর্ত্তনাদ করিয়া পতিত হইল)

দু'টো বিশ্বাসঘাতকের ভার ভূপৃষ্ঠ থেকে আজ অপসারিত হ'ল! এই যে নেতাজী—

(সসৈন্যে নেতাজীর প্রবেশ)

আক্রমণ—আক্রমণ কর নেতাজী! আফজল খাঁ নিহত, এই এক হাজার মাওয়ালী নিয়েই আমরা তার বাহিনীকে বিপর্য্যস্ত ক'রব! আক্রমণ কর—গোব্রাহ্মণের হিতার্থে আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'য়েছি, আমরা জয়ী হবই!

তানোজী: বিজাপুরী সৈন্য পশ্চাতে হ'ঠে যাচ্ছে না ?

শিবাজী: যাবেই ত! সেনাপতি নিহত, ওরা কি আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে ? কেন হবে ? ওরা সব কেউ ইরাণী, কেউ তাতারী, কেউ আফগান! রক্ত দিতে এসেছে অর্থের বিনিময়ে! চাবুকের আঘাতে যুদ্ধ ক'রতে বাধ্য না হ'লে কি ওরা যুদ্ধ করে কখনও ? আক্রমণ কর—ওরা এখনই ছত্রভঙ্গ হয়ে সীমান্তপানে ছুটবে! হর হর মহাদেও!

সকলে: হর হর মহাদেও!

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

রামদাসের কুটীর।

রামদাসের শিষ্যগণ ভজনগান করিতেছিলেন।

(গান)

রাম রাম লোকাভিরাম,
যমভয়বারণ রাজা রাম!
জানকী-মনোহর রাবণদর্পহর
ত্রিভুবন-পাবন গুণধাম!
রাজারাম প্রভু সীতারাম,
বিশ্বেশ্বর হরি রাঘব রাম,
অযোধ্যা-নরবর, ভক্তে কৃপা কর,
নয়নেন্দীবর, ভঙ্গী সুঠাম!

(শিষ্যগণের প্রস্থান)

(শিবাজীসহ রামদাস স্বামীর প্রবেশ)

শিবাজী : কী শান্তি! ধরণীর কোলাহল-তাণ্ডবের বাইরে নিভৃত নিস্তব্ধ সুখনীড়।

রামদাস : এখানে থাকতে বাসনা হয় তোমার?

শিবাজী : এখানে থাকতে? না, তা হয় না। আমি কর্ম্মক্ষেত্রে

বেছে নিয়েছি রক্তপিছল ধরার বুকে, বৈরাগ্যের এ স্বর্গবাসে আমার অধিকার নেই।

রামদাস : অধিকার কার কোথায় আছে, সে এক জটিল প্রশ্ন। তুমি কি বৈরাগ্য সুখ পাবে ব'লে মনে কর?

শিবাজী : না বোধ হয়। আমি কর্ম্ম ভালবাসি। বৈরাগ্য মানে ত নৈষ্কর্ম্ম্য?

রাম : নৈষ্কর্ম্ম্য নয়, নিষ্কাম কর্ম্ম। তুমি কামনাশূন্য হ'য়ে কর্ম্ম করতে চাও?

শিবাজী : না, তাও চাই না। আমি অন্তরে বহু কামনা পোষণ করি; সে সব কামনা আমার আত্মার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের উৎপাটন করে বাইরে নিক্ষেপ ক'রতে হ'লে আত্মার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত সেই সাথে উপড়ে আসবে।

রাম : কী তোমার কামনা শিবাজী? আমায় বলতে বাধা আছে?

শিবাজী : আপনাকে ব'লিতে বাধা? সে কি? আপনি ত আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনি কেন, আমার পরম শত্রু দিল্লীর বাদশাহ বা বিজাপুরের সুলতানকেও ব'লিতে বাধা নেই—আমার বাসনা কি!

রাম : দিল্লীর বাদশাহকে শত্রু ব'লছ—অথচ বিজাপুর

কাবাগাব থেকে পিতাকে উদ্ধাব ক'ববাব জন্য সেই দিল্লীব বাদশাহেবই সাহায্য তুমি প্রার্থনা ক'বেছিলে !

শিবাজী : তা ক'বেছিলাম। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়। দিল্লীব বাদশাহ যে সে বিষয়ে আমাব সাহায্য ক'বেছিলেন, তাবই অনুবোধে যে বিজাপুর সুলতান আমাব পিতাকে কাবামুক্ত ক'বেছেন, সে জন্য আমি তাঁব প্রতি কৃতজ্ঞ হ'তে পাবতাম, যদি-না এক বকম সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে নির্যাতন ক'ববাব জন্য দিল্লী থেকে সায়েস্তা খাঁব নিয়োগ হ'ত দাক্ষিণাত্যেব সুবেদাবরূপে।

রামদাস : অকস্মাৎ তোমাব সম্বন্ধে বাদশাহেব মনোভাবেব এবকম পবিবর্তন ঘ'টল কেন ?

শিবাজী : বাদশাহ পবিবর্তন হ'য়েছে ব'লেই বাদশাহী মনোভাবেবও হ'য়েছে পবিবর্তন। পিতাকে কাবামুক্ত ক'ববাব সময় সম্রাট সাজাহান উপবিষ্ট ছিলেন দিল্লী-সিংহাসনে, এখন তিনি আগ্রাব দুর্গে ছয় হাত লম্বা একটা কুঠবিতে বন্দী, সিংহাসনে আসীন তাঁব তৃতীয় পুত্র, ঔবংজেব।

বামদাস : সাজাহানকে বন্দী ক'বলে কে ?

শিবাজী : কে আবার ? তাঁর পুত্র, ঐ ঔবংজেবই !

রামদাস : পিতাকে বন্দী ক'রে যে রাজপুত্র সিংহাসনে বসেছে—তার হাতে প্রজাদের কি দুর্গতি হবে—তা' ত সহজেই অনুমেয় !

শিবাজী : প্রজাদেব অর্থাৎ হিন্দু প্রজাদের ! ঔরংজেব গোঁড়া মুসলমান, তাঁর রাজত্বে মুসলমান হবে যেমন সুখী, হিন্দু হবে তেমনি দুর্দশাগ্রস্ত বিপন্ন। আমাদের এখন থেকেই সতর্ক হ'বার প্রয়োজন হ'য়েছে। কী আমার কামনা, একটু আগেই জিজ্ঞাসা ক'রছিলেন না স্বামীজী ? আমাব কামনা মুসলমানের অত্যাচার থেকে জননী জন্মভূমিকে উদ্ধার ক'রব ! সিন্ধুপারে আরবের মরুভূমিতে এক মহাপুরুষ করে ক'রেছিলেন এক নবধর্ম প্রচাব, তারই উপদেশের বিকৃত অর্থ ক'রে নিয়ে মধ্য এশিয়ায় তুর্কীর দল ধর্মের নামে তুলবে অত্যাচারের তাণ্ডব—পূণ্যভূমি ভারতেব বুকে. এ আমাব অসহ্য স্বামীজী ! আমি হিন্দুকে স্বাধীন শক্তিমান ক'বব, ভারতকে ক'রব মুক্ত নিরুপদ্রব—এই আমাব অন্তরেব অন্তরতম বাসনা !

রাম : আমাব আজীবন তপস্যার সমস্ত পুণ্যফল তোমায় অর্পণ করে আমি তোমার সাফল্য কামনা ক'রছি শিবাজী ! তোমার বাহুবলে ভারতে ফিরে

আসুক সত্য ত্রেতার সেই শান্তি, যেদিন তপোবনে উঠত বেদঝঙ্কার, নৃপতি বিবেচনা ক'রত নিজেকে প্রকৃতিপুঞ্জের সেবক ও ন্যাসরক্ষক, শিষ্টের পালন ও দুষ্টের শাসনের নিমিত্ত শাসককে কখনও অধর্মের আশ্রয় নিতে হ'ত না! জয়যাত্রায় পথে তুমি দুর্বার বেগে অগ্রসর হও! তুমি জান না তুমি আমার কত প্রিয়, কত আপন! জানবে একদিন, আমি তোমায় জানিয়ে দেব হৃদয় দ্বার মুক্ত ক'রে! সেদিন বৈরাগীর এই গৈরিক বাসে তোমার বীরতনু মণ্ডিত ক'রে তোমায় করব নব ভারতের আদর্শ রাজা!

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

পুণা—শিবাজীর গৃহ! রাত্রি।

শায়েস্তা খাঁ ও নিয়ামৎ খাঁ।

শায়েস্তা: সম্রাটের নিমকের মর্যাদা রেখেছি আমি—কি বল নিয়ামৎ খাঁ?

নিয়ামৎ: তা আবার ব'লতে? এই ত সেদিন মাত্র আপনি এসেছেন দক্ষিণ দেশে, এরই ভিতর শিবাজীর সমস্ত

দুর্গ তার হস্তচ্যুত হ'য়েছে, এমন কি তার পৈত্রিক জায়গীর, মায় তার বাসগৃহ পর্য্যন্ত আপনার অধিকারে এসে গেছে! বাড়ীটা কিন্তু সুবেদার, সুবিধা নয় মোটেই! বড় ইঁদুরের উৎপাত!

সায়েস্তা। ইঁদুরের বাড়ী ত! ইঁদুরের উৎপাত হবে না ত কি হবে? শোন নি—সম্রাট মারাঠাদের জা'ত-টাকেই ইঁদুর নাম দিয়েছেন?

নিয়ামৎ। যা ব'লেছেন সুবেদার! ইঁদুরের গর্ত্তে বিড়ালের অসুবিধা হ'তেই পারে! দিনে বেড়িয়ে শান্তি নেই, রাত্রে শুয়ে সোয়াস্তি নেই। দেওয়ালময় কি যেন কালো কালো ছায়া ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, গা ছম-ছম করে!

সায়েস্তা। সত্য কথা ব'লতে কি—আমারও ঐ রকমটাই হয়! খুব চেঁচিয়ে কোরাণ সরিফের বয়েৎ দু'চারখানা আবৃত্তি ক'রলে সে ছমছমানি ভাবটা কাটে!

নিয়ামৎ: আমার তাও কাটে না! ভাবছি—সুবেদারের যদি আপত্তি না হয়, সৈন্যদের ছাউনীতে গিয়ে শোব রাত্তিরে!

সায়েস্তা: অমন কাজটি ক'রো না! ভূতের ভয়ে পালিয়ে গেলে লোককে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে? তা

ছাড়া ভয়কে যত আস্কারা দেবে, ও ততই বেড়ে যাবে!

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি: খোদাবন্দ্! কোতোয়াল সাহেব সাক্ষাৎপ্রার্থী—

সায়েস্তা: নিয়ে এস!

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

নিয়ামৎ: রাত্রিবেলা কোতোয়াল কেন?

(জাহান্দার খাঁর প্রবেশ)

জাহান্দার: সুবেদার! রাত্রিবেলাই এলাম! ব্যাপারটা ঠিক বহু লোকের সম্মুখে আলোচনা ক'রবার মত নয়!

নিয়ামৎ: আমি স'রে যাব না কি?

সায়েস্তা: আরে, তুমি থাক না! তোমার কাছে গোপনীয় আমার কিছু নেই, তা কোতোয়াল জানে।

জাহান্দার: হ্যা হ্যা হ্যা—নিয়ামৎ মিয়াকে স'রে যেতে হবে কেন? উনি ত আমাদেরই একজন! (আঙ্গ-রাখার ভিতর হইতে টাকার তোড়া বাহির করিয়া) তিনশো আসরফি রয়েছে!

সায়েস্তা: ব্যাপার কি?

জাহান্দার: এক ছোক্‌রা গেঁয়ো ভূত—দেদার পয়সা জনাব—বিয়ে ক'রতে এসেছে পুণায়! যা জিজ্ঞাসা করি না কেন, বেকুফের মত দাঁত বা'র করে হাসে, আর ঘন ঘন সেলাম বাজায়! সেই দিয়েছে সুবেদার ঐ আসরফি গুণো!

সায়েস্তা : নজরাণা ? এত বেশী ?

জাহান্দার : চা'রশো বরযাত্রী এনেছে সঙ্গে! আমি মাথা পিছু এক এক আসরফি নজর চেয়েছিলাম, কান্নাকাটি ক'রে তিন শো'তেই মাফ চেয়ে নিলে! ব'ললে তার ভাইয়েরও বিয়ে আ'সছে মাসেই, তখন আরও বেশী দেবে!

সায়েস্তা : কিন্তু চা'রশো বরযাত্রী একটা বিয়েতে ? বল কি ?

জাহান্দার : তিন খানা গাঁ ঝেঁটিয়ে এসেছে জনাব! তাদের মূর্ত্তিগুলোও আমি দেখেছি যে! একেবারে বুনো! নিছক জানোয়ার!

সায়েস্তা : ওঃ---তারা এসে গেছে ?

জাহান্দার : আজই বিয়ে যে! আসবে না ?

নিয়ামৎ : আছে কোথায় ? কার বাড়ী বিয়ে ?

জাহান্দার : কেন—আপনি আর একবার কিছু আদায়ের চেষ্টায় যাবেন না কি ? ঐটী বারণ করুন—সুবেদার! দেশের লোক ভাববে—সুবেদার সায়েস্তাখাঁ একটা হাভা'তে হ্যাংলা লোক! লোভের অন্ত নেই তার!

নিয়ামৎ : আরে না, না—আমি যাব কেন ? কোন্ বাড়ীতে বিয়ে, অর্থাৎ কোন্ বাড়ীতে চা'রশো বুনো

জানোয়ারের আমদানী হ'ল এই শত্রু পুরীতে, এটা জানা কি দরকার নয় ? কি বলেন সুবেদার ?

সায়েস্তা : এটা ন্যায্য কথা—জাহান্দার ! কার বাড়ী—এটা তুমি অবশ্য জেনে রেখেছ !

জাহান্দার : তা আর রাখি নি ? নিচলদাস গৌরাঙ্গজী—গণেশ মহল্লার ! রইস লোক ! সেই যে সেদিন জনাবকে একটা ঘোড়া নজর দিয়ে গেল ।

সায়েস্তা : ওঃ—তার বাড়ী ? সে লোকটা খাঁটি লোক ! রাজভক্তি আছে ! ঘোড়াটা দিয়েছিল বেশ—কি বল নিয়ামৎ ?

জাহান্দার : তা এখন এই তিনশো আসরফি—এ আর আমি তহবিলে জমা করি নি—

নয়ামৎ : বলি—খাঁটি তিনশোই পেয়েছিলে, না ছ'শোর ভিতর তিনশো আগে ভাগে নিজের সিন্ধুকে তুলে বাকী তিনশো এনেছ সুবেদারের কাছে ?

জাহান্দার : আমায় এমন কথা ? আমায় কি সুবেদার জানেন না ? তুমি বরং—দেখ নিয়ামৎ ! নিজের আচরণের কথা মনে রেখে তবে পরের দোষ খুঁজতে যেয়ো ! সেবারে ঔরঙ্গাবাদের সেই হাজার আসরফি, তার একটি ঘসা আধলাও ত তুমি

সুবেদারকে দাওনি। ধরা পড়ে শেষে পায়ে হাতে ধ'রে রেহাই পাও।

নিযামৎ: সুবেদার। আপনার সমুখে আমাকে এইভাবে অপমান ক'রবে—ঐ জাহান্দার—যাকে ব'লতে গেলে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে একটা কেও-কেটা করে তুলেছেন আপনি? সেই হাজার আসরফি—তার খাঁটি বিবরণ আপনাকে ত আমি সবই জানিয়েছি। বরং জিজ্ঞাসা করুন ঐ জাহান্দারকে—আগ্রায় আপনার দৌলতখানা তৈরী ক'রবার ভার যে ওর ওপর দিয়েছিলেন, জব্বলপুরের মর্মর পাথর ও কত সরিয়েছিল। ওর নিজের বাড়ীর গোটা গোসলখানাটা সাদা মর্মরে মোড়া। কোথায় পায়ও? বলি—কোথায় পায়?

জাহান্দার: নিযামৎ খাঁ। (অসিতে হস্তার্পণ)

নিযামৎ: জাহান্দার খাঁ। (অসিতে হস্তার্পণ)

সায়েস্তা: তোমাদের হ'ল কি? আমার সামনে তরোয়ালে হাত দিচ্ছ? জান—লাথি মেরে দুটোকেই আবর সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেব?

নিযামৎ: (সায়েস্তা খাঁর পা ধরিয়া) আপনি মালিক, আপনি আমায় দু'শোবার লাথি মারুন—কিন্তু জাহান্দার আমায় চোখ রাঙ্গাবার কে? (ক্রন্দন)

জাহান্দার : ( সায়েস্তা খাঁর অন্য পা ধরিয়া ) আমি আপনার নফর, আপনার কুত্তা, আপনাকে লাথি মা'রতেই বা হবে কেন, হুকুম ক'রলে আমি নিজেই আরব সাগরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে প্রাণত্যাগ ক'রব। কিন্তু তাই বলে নিয়ামৎ খাঁ—ওই ধাড়ী চোর—ও আমায় যা তা ব'লবে?

( ক্রন্দন )

সায়েস্তা : আ হা হা হা—ওঠ না রে। ওঠ না! পা দু'টো ছাড় ত বাবা। দুটো উন্মাদ। ওঠ! ( আসরফির থলিয়া হইতে আসরফি বাহির করিয়া )—এই নাও জাহান্দার—পঞ্চাশ আসরফি, আর এই নাও নিয়ামৎ—পঞ্চাশ আসরফি। আমার রইল মোটেই দু'শো—দেখছ ত? তোমাদের না দিয়ে কি আমি নিজে একটা পয়সাও নিতে পারি?

জাহান্দার : ( চক্ষু মুছিয়া ) তা কি পারেন? আপনি ত মনিব নন—আমার বাপজান।

( আসরফি আঙ্গরাখায় রাখিল )

নিয়ামৎ : ( চক্ষু মুছিয়া ) তা কি পারেন? আপনাকে সুবেদার ছাড়া আর কিছু ক'রলেন না খোদা—এ ত তাঁর ভুল ছাড়া কিছুই নয়। আপনার মাথা

হ'ল বাদশাহী মাথা, আর কলিজা হল পয়গম্বরী কলিজা!

সায়েস্তা : তোমরা ব'স—আমি এ আসরফিগুলো তুলে রাখি আগে! (প্রস্থান)

জাহান্দার : তোর সঙ্গে আমি পারব না রে নিয়ামত! নে বাবা! এই পঞ্চাশটা আসরফিও নে—তোর একশোই পূরো হ'ক!

নিয়ামৎ : তুই আর কত রেখেছিস বল্! খোদার কসম—

জাহা : খোদার কসম—আমারও ঐ একশোই রইল! মাথা পিছু এক আসরফিই পেয়েছিলাম—তুই বরং চল্ নিচলদাসের বাড়ী—আমি মোকাবেলা ক'রে দিচ্ছি!

নিয়ামৎ : এবারের মত তোকে বিশ্বাসই ক'রছি! দে—আসরফিগুলো দে!

(আসরফি আঙ্গরাখায় রাখিল)

আগ্রা ছেড়ে এসে অবধি আর শান্তি নেই—ভাই! এ কি ঝামেলা বল্ দেখি! লড়াই আর লড়াই, এ লড়াইয়ের যে শেষ হবে কবে—খোদাই জানে!

জাহা : আরে লড়াইয়ের বাজারেই যা দু'পয়সা রোজগার আছে রে মুখ্খু! গোসলখানাটায়ই জব্বলপুরী পাথর বসাতে পেরেছি—খানা খাবার ঘরটাতে তেমনি

মামুলী লাল বেলে-পাথরই র'য়ে গেল ভাই। আর কি সুযোগ হবে? খোদা জানে!

(সায়েস্তা খাঁর প্রবেশ)

সায়েস্তা: জাহান্দার! তোমার আর কোন কাজ বাকী নেই ত বাইরে? না থাকে ত, ব'সে যাও। খানা তৈরী!

জাহা: জনাবেরই ত খাচ্ছি! না, কাজ-টাজ আজকের মত শেষ ক'রে এসেছি। সহরের প্রত্যেকটি সিং-দরোজা নিজের হাতে চাবী বন্ধ ক'রে পাহারা-ওয়ালাদের নাম টুকে নিয়ে এসেছি—আপনার এ নফরের কাছে কাজের ফাঁকি পাবেন না খোদাবন্দ্‌!

মিয়া: ঠিক আমার মত! খাজাঞ্চী খানার প্রত্যেকটি সিন্ধুকের প্রত্যেকটি তোড়ায়, কত মোহর, কত তনখা, কত দামড়ি—তা নখদর্পণে! হাঁ জনাব! জাহান্দার কাজের লোক আছে!

সায়েস্তা: বেশ, বেশ! তোমাদের দু'টিতে মিল থা'কলে আমি একটু শান্তিতে থা'কতে পাই। তোমরা হ'চ্ছ আমার ডান হাত, বাঁ হাত। এই যে গোটা মারাঠা দেশটা শাসন ক'রছি—লোকে জানে, বাদশাও জানেন—শাসন করছি সৈনিক আর

মনসবদারদের সাহায্যে! কিন্তু খোদা জানেন আর আমি জানি—আমার সত্যিকার সহায় যদি কেউ থাকে—ত সে আছ তোমরা দু'টি!

জাহা: আমরা দু'টীতে জাঁহাপনার দু'পায়ের একজোড়া জুতো মাত্র!

নিয়া: আমরা দু'টিতে—আমরা দু'টিতে—

সায়েস্তা: থা'ক, থা'ক! জাহান্দার যা ব'লেছে, ওর উপর টেক্কা দেওয়ার মত উপমা সারা জীবন খুঁজলেও আর পাবে না নিয়ামৎ! আজ আর জমা'তে পা'রবে না, কালকের জন্য তৈরী হও। চল—খানা তৈরী!

(সকলের প্রস্থান)

[ রঙ্গ মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল—পরে পুনরালোকিত মঞ্চে ]

( শিবাজী, তানোজীর প্রবেশ )

শিবাজী: এই আমার মায়ের ঘর—

তানোজী: এ ঘরেও সায়েস্তা খাঁর পাপস্পর্শের চিহ্ন প্রকট! ঐ তার বসনভূষণ, ঐ তার পালঙ্ক।

শিবাজী: এ দুঃখ কোনদিন আমার যাবে না, যে আমার মায়ের ঘরেও যবনের পদার্পণ আমি রোধ

কর'তে পারিনি। যাক—সবাই নিদ্রিত—এইবার কাজ সুরু কব।

( গবাক্ষ পথে নেতাজীর প্রবেশ )

এই যে নেতাজী! আর কতজন বাকী?

নেতাজী: সবাই পুরী মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে। চা'রশোই।

শিবাজী: বরযাত্রীরা সমাগত। এইবার বিবাহের উৎসব সুরু হ'ক তা হ'লে।

তানোজী: বাইরে সূচীভেদ্য অন্ধকার! আমাদের সঙ্গীরা কোথায় নেতাজী?

নেতাজী: যেমন রাজার নির্দেশ ছিল—বিভিন্ন দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হ'য়ে ছড়িয়ে আছে তারা, যুগপৎ সর্বত্র আক্রমণ করা হ'বে!

শিবাজী: সায়েস্তা খাঁ'র শির আমি চাই—সবাই মনে রাখবে। একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়া চাই ওদের মনে, যাতে মারাঠা দেশে মুঘল সেনানী আর সহজে কেউ আসতে না চায়।

নেতাজী: চুপ্—কারা আসছে! লুকোও! ( সকলে এদিকে ওদিকে লুকাইল! )

( সায়েস্তা ও নিয়ামতের প্রবেশ )

সায়েস্তা: ইঁদুর না কি?

নিয়া: খস্ খস্ ঘস্ ঘস্ ফিস্ ফিস্ গিস্ গিস্ অত আওয়াজ

যদি ইঁদুরেরা ক'রে থাকে—তবে ব'লতে হবে এ দেশের ইঁদুর বাহাদুর ইঁদুর বটে। আমার গা ছম-ছম ক'রছে সুবেদার !

সায়েস্তা : তুমি একটা অপদার্থ ! জাহান্দারকে বাড়ী যেতে দিয়ে ভাল করিনি দেখছি ! একটা আপদ-বিপদ ঘ'টলে—

নিয়া : অমন কথা ব'লবেন না সুবেদার এই রাত্রিবেলা। আপদ-বিপদ ঘ'টলে এ অপদার্থের দেহ থেকে নানারকম পদার্থ বেরুতে থাকবে শেষে ! ওবে বাবা, ওবে বাবা—

সায়েস্তা : কী ? কী ? কী ?

নিয়া : এই দেয়ালে ছায়া দেখুন। ভূ-উ-ৎ !

সায়েস্তা : নরমুণ্ডের ছায়া ? আলোক আসে কোথা থেকে ? শত্রু !

শিবাজী : হাঁ—শত্রু ! আমি শিবাজী !

(নেতাজী বাঁশী বাজাইল, তানোজী সায়েস্তা খাঁকে আক্রমণ করিল)

তানোজী ! আমি শির চাই সায়েস্তা খাঁর !

নিয়া : আমি থাকতে ? পালান সুবেদার—লাফ দিন বাতায়ন দিয়ে।

(তানোজীকে আক্রমণ)

তানোজী : রাজা ! সায়েস্তা খাঁকে ধরুন—

( নিয়ামতকে আঘাত, তাহার পতন )

[সায়েস্তা খাঁ বাতায়ন দিয়া লাফ দিলেন, শিবাজীর তরবারি তাঁহার মাথায় না লাগিয়া হাতে লাগিল । ]

শিবাজী : ব্যর্থ ! তিনটি মাত্র আঙ্গুল কেটে প'ড়েছে মুঘল সুবেদারের ।

নেতাজী : কোথায় যাবে ? নীচে আমাদের বহু সৈনিক ! আমি দেখছি ।

( প্রস্থান )

তানোজী : এ লোকটা প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ ক'রেছে !

নিয়া : জীবনে এই একটাই ব'লবার মত কাজ ক'রেছি ! বহু আসরফি জমিয়েছি, মারাঠার ভোগে লাগল !

শিবাজী : দরিদ্র মারাঠা আসরফির কাঙ্গাল নয় । কার কাছে ওই আসরফি পাঠিয়ে দিতে হবে—বল ! শিবাজী কথা দিচ্ছে—তোমার অর্থ ঠিক জায়গায় পৌঁছুবে ।

নিয়া : যদি পৌঁছয়, জানব তুমি খোদার অনুগৃহীত ! আগ্রা—চাঁদনীচকে হুমায়ুন দেউড়ীর গায়ে আমার বাড়ী । ছেলের নাম আকবর আলি—তাকে যদি

এই গুলো—এই অঙ্গরাখার ভিতরকার আসরফি গুলো,—লে না।

(মৃত্যু)

শিবাজী : প্রভুর জন্য আত্মোৎসর্গ ক'রেছে এই সৈনিক—এর অন্তিম অনুরোধ আমায় পালন ক'রতেই হবে। আসরফিগুলো বার ক'রে নাও তানোজী, আর মনে রেখো— আগ্রা চাঁদনীচক-হুমায়ন দেউড়ী—আকবর আলি ওর ছেলের নাম। কি খবর নেতাজী?

(নেতাজীর প্রবেশ)

নেতাজী : পুরী শত্রু শূন্য। প্রায় পাঁচ শো মুঘল সৈনিক পুরীর অভ্যন্তরে ছিল, তারা ঘুম থেকে জেগে উঠতে না উঠতে ম ওয়ালীর অস্ত্রাঘাতে চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে প'ড়েছে। সায়েস্তা খাঁ পলাতক।

শিবাজী : আমি ওকে শেষ ক'রতে চেয়েছিলাম। যাক—ছিন্ন অঙ্গুলি নিয়ে ও দিল্লী ফিরে যাক। হয়ত ওর অঙ্গচ্ছেদন দেখে দাম্ভিক ঔরঙ্গজেব উপলব্ধি ক'রবে যে মুঘল সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ আসন্ন।

## তৃতীয় দৃশ্য

### দিল্লী-দরবার

**বাদশাহ ঔরংজেব, সায়েস্তা খাঁ।**

ঔরংজেব: পরাজিত?

সায়েস্তা: সে এক দুর্য্যোগময়ী নিশা, প্রবল পরাক্রান্ত মারাঠাবৃন্দ— অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য—ভীমবেগে অতর্কিত আক্রমণে বিপর্য্যস্ত ক'রে ফেললে আমাদের। নিকটবর্ত্তী সব দুর্গে আমাদের প্রহরী-সৈন্য ছিল, তাদের অসতর্কতায়ই শত্রু এভাবে পুণা আক্রমণ ক'রতে সক্ষম হ'ল! তাদের কেউ যদি ঘুণাক্ষরে আমায় সময় থা'কতে জানা'ত যে, শত্রু নিকটবর্ত্তী—

ঔরংজেব: পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ ক'রেছে শিবাজী?

সায়েস্তা: একা শিবাজী ব'ললে ভুল করা হবে, তার সঙ্গে ছিল আমাদের চির শত্রু বিজাপুরের সৈন্য।

ঔরংজেব: বিজাপুরের সৈন্য? আফজল খাঁর গুপ্তহত্যার কথা বিস্মৃত হ'য়ে বিজাপুর—শিবাজীর সঙ্গে হাত মেলাবে—মুঘলের বিরুদ্ধে?

সায়েস্তা: জাঁহাপনা ভুলে যাবেন না যে, শিবাজীর পিতা

শাহজী বিজাপুরের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। সেই মধ্যবর্ত্তী হ'য়ে সন্ধি স্থাপন করিয়েছে আর কি!

ঔবংজেব: হুঁ। যা'ক—পুণা-যুদ্ধের বিবরণ বলুন আপনি!

সায়েস্তা: লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে প'ড়ছে—আমারই অধীনস্থ সেনাপতি মনসবদারদের চরম গাফিলতির দরুণ পঞ্চাশ হাজার শত্রু-সৈন্যের পুণার সান্নিধ্যে আগমনের কোন সংবাদই আমি পাই নি। তারই ফলে সেই ঝঞ্ঝা বৃষ্টি বজ্রপাতের ভিতর পঞ্চাশ হাজার সৈন্য এসে পুণার উপর প্রলয় বন্যার মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ল যখন—

ঔবং: কিছুই ক'রে উঠতে পারলেন না আর কি!

সায়েস্তা: শেষ পর্য্যন্ত বীর-বিক্রমে যুদ্ধ ক'রেছি—এ-কথা বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা! প্রভুভক্ত চিরসঙ্গী নিয়ামত নিজের জীবন দিয়ে আমার জীবন রক্ষা না ক'রলে এ শোচনীয় পরাজয়-কাহিনী নিজমুখে সম্রাটসকাশে নিবেদন ক'রবার জন্য বেঁচে ফিরে আসত না সায়েস্তা খাঁ।

ঔরং: আপনার সেই নিয়ামতটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন আপনি তাহ'লে? যা'ক—এ একটা সুসংবাদ বটে।

সায়েস্তা : বেচারী প্রাণ দিয়েছে জাঁহাপনা, আমায় বাঁচাবার জন্য !

ঔরং : বেশ, বেশ, আপনি যে স্বচ্ছন্দে ফিরে আসতে পেরেছেন, এইটাই দিল্লী-সাম্রাজ্যের পরমলাভ ব'লে মনে করি !

সায়েস্তা : স্বচ্ছন্দে ? এই দেখুন জাঁহাপনা !

( কর্ত্তিত অঙ্গুলিত্রয় দেখাইলেন )

ঔরংজেব : তাইত। খানা খাবার অসুবিধা হবে। যা'ক, আপনি তাহ'লে দিনকতক যেখানে ইচ্ছা ব'সে বিশ্রাম করুন। আমি অন্য কাউকে দাক্ষিণাত্যে পাঠাই !

সায়েস্তা : সে কি। আমার—

ঔরংজেব : ইঁদুরের দেশে আর আপনাকে পাঠাচ্ছি না। এবারে ইঁদুরের দাঁত আপনার তিনটি আঙ্গুল কেটে নিয়ে তৃপ্ত হ'য়েছে, পরের বার হয়ত আপনার টুঁটি ছিঁড়ে নেবে কা'মড়ে। না—ওতে আর প্রয়োজন নেই। আমার একটি মাত্র মাতুল আপনি—আপনাকে অমন বিপদের মুখে আর আমি পাঠাচ্ছি না। আপনি যান—গৃহে গিয়ে আরাম করুন। আর দেখুন যদি বাইরে কোথাও

মহারাজ জয়সিংহকে দেখতে পান—তবে তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে যাবেন।

সায়েস্তা : মহারাজ জয়সিংহ ?

ঔরংজেব : মারাঠা-ইঁদুর ধ'রবার মত বেড়াল আর আমি দেখতে পাচ্ছি না—ঐ মহারাজ জয়সিংহ ছাড়া। তাঁকে পাঠিয়ে দিন গিয়ে।

( সায়েস্তার প্রস্থান )

ঔরংজেব : যেমন অপদার্থ, তেমনি মিথ্যাবাদী!

---

## চতুর্থ দৃশ্য

পুণার পার্ব্বত্য—উপত্যকা

জয়সিংহের শিবির

জয়সিংহ ও শিবাজী

জয়সিংহ : আমিও হিন্দু—মহারাজ শিবাজী! হিন্দু যে বিদেশীর পদানত, ধিককৃত, নিগৃহীত, এতে আমারও অসীম দুঃখ, এটা বিশ্বাস করুন আপনি। কি ক'রব, উপায় কি? হিন্দুজাতি শতধা বিচ্ছিন্ন। হিন্দুর ধর্ম্মই ক'রেছে হিন্দুর সর্ব্বনাশ। একটা জাতিকে চারিবর্ণে, সেই চারি বর্ণকে চারি সহস্র উপবর্ণে ও শঙ্কর জাতিতে বিভক্ত ক'রে মূর্খ শাস্ত্রকারেরা যে বিভাগকে আবার ক'রে গেছে পুরুষানুক্রমিক, চিরস্থায়ী। বিভেদ ও প্রভেদ ক্রমে বেড়েই চ'লেছে,—ঐক্য ব'লে কোন বস্তু বিরাট হিন্দুসমাজের কোন স্তরে বিদ্যমান নেই। প্রতি গ্রামে দেখবেন দলাদলি, প্রতি জনপদে দেখবেন স্বাতন্ত্র্যের প্রয়াস, প্রতি ক্ষুদ্র রাজ্যে দেখবেন প্রতিবেশী রাজ্যের প্রতি অহেতুক বিদ্বেষ। এ জাতির উদ্ধার ক'রতে পারে—এমন শক্তি

মানবের ত নেই-ই, ভগবানেরও আছে ব'লে আমি মনে করি না!

শিবাজী : আপনি দারুণ নৈরাশ্যবাদী মহাবাজ। আপনার কথা শুনে আমার অদম্য উৎসাহও যেন ভেঙ্গে প'ড়ছে!

জয় : ভুল ক'রবেন না, আপনাকে নিরুৎসাহ ক'রবার জন্য আমি এসব কথা বলি নি। আমি ব'লেছি সেই সব অনতিক্রম্য বিঘ্নের কথা, যাদেব বিষয় চিন্তা ক'রে আমি অবনত মস্তকে মোগলের দাস্য ববণ ক'রে নিয়েছি—নিরুপায় হ'য়ে। আপনি চেষ্টা করুন। সমগ্রভারতে অখণ্ড হিন্দুরাজ্য স্থাপন দুরাশা—কারণ তাতে হিন্দুরাই আপনাকে প্রবল বাধা দেবে—অন্ততঃ মহারাষ্ট্র দেশে যদি একটা স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারেন—সে-ও ত পবম লাভ। অন্ততঃ কতক হিন্দুও নিশ্চিন্তমনে, জীবন ও সম্মান নিরাপদ জেনে, উল্লাস ক'রতে পা'রবে।

শিবাজী : আপনি সাহায্য ক'রবেন আমায়? হিন্দু চূড়ামণি আপনি, মারাঠার এ নবজাগরণে আপনার সহানুভূতি কি প্রত্যাশা ক'বতে পারি না?

জয় : সহানুভূতি নিশ্চয়ই, কিন্তু সাহায্য ক'রব কি ক'রে? আমি যে মোগলের দাস, আপনার শত্রু।

শিবাজী : এ দাম্ভ ত্যাগ করা কি দুরূহ ?

জয় : এই বার্দ্ধক্যে—নিশ্চয়ই দুরূহ ! আমার যৌবনে আপনার মত সহকর্ম্মী পেলে আমি কি ক'রতাম না-ক'রতাম, সে চিন্তা ক'রে এখন কোন লাভ নেই মহারাজ !

শিবাজী : আপনি আমায় কি উপদেশ দেন মহারাজ ?

জয়সিংহ : উপদেশ যদি চান—তবে ব'লব—যে দুরূহ পথ আপনি বেছে নিয়েছেন, সে-পথে চলাব বিঘ্ন অনেক। সে-সব বিঘ্ন অতিক্রম ক'রবার শক্তি আপনি অগ্রে সংগ্রহ করুন।

শিবাজী : আমার শক্তির অভাব আছে ব'লে কেন আপনি বিবেচনা ক'রছেন ? একটা জাতি আমাব পিছনে দাঁড়িয়ে !

জয় : কিন্তু দশটা জাতি আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ! মুঘল-সাম্রাজ্য মানে, দশটা জাতি ! তাতারী, আফগান, রাজপুত, শিখ, রোহিলা, নেপালী, কত নাম ক'রব ? এরা প্রত্যেকে তাদের সামরিক-শক্তির প্রধান অংশ উপঢৌকন দিয়েছে দিল্লীশ্বরের সেবায় ! আপনি একা কি ক'রবেন ? আমাকে বিশ্বাস করুন শিবাজী ! মুঘল-সাম্রাজ্যের শক্তি এত বেশী যে, বহুবৎসর একাগ্র সাধনা ব্যতীত তার

প্রতিযোগিতা ক'রবার মত শক্তি আপনি কখনই সঞ্চয় ক'রতে পা'রবেন না।

শিবাজী আপনাকে আমি বিশ্বাস করি! বলুন—আর কি আপনার উপদেশ!

জয়: আমি বলি—আপনি এখন সন্ধি করুন! সন্ধি ক'বে ক্রমে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করুন! সুযোগ আসবে—ঔরংজেব হিন্দুদ্বেষী, তার সহস্র অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে অন্ততঃ দু'টি জাতি যে মুঘল-সাম্রাজ্যপাশ হ'তে নিজেদের মুক্ত ক'রতে চেষ্টা ক'রবে—এ ভবিষ্যদ্বাণী আমি অনায়াসে ক'রতে পারি। সে দু'টি জাতি হ'চ্ছে—রাজপুত আর শিখ। তাদের সঙ্গে সেই শুভক্ষণে যদি—শক্তিমান মারাঠাও যোগ দেয়, তবে হয়ত—হয়ত—

শিবাজী: হয়ত মুঘল-সাম্রাজ্যের জগদ্দল পাষাণের তলা থেকে তারা উঠতেও পারে—এই আপনি ব'লতে চান?

জয়: যদি—যদি—যা কখনো হয়নি, তাই হয়। অর্থাৎ যদি—মারাঠা রাজপুত আর শিখ একসাথে সমবেত চেষ্টা করে। কিন্তু সে আশা আমি করি না, কারণ, ঐক্য ভারতবর্ষের মাটিতে নেই। আর

তা যে নেই, সে দোষ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান হিন্দুদের নয়, তাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারদের, যারা তাদেব ভগবানের মুখ দিযে বাণী প্রচার ক':রছে—
"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।"

শিবাজী: সন্ধিই আমি ক'রব—মহারাজ জয়সিংহ! শক্তি সঞ্চয় ত কবি, তাবপর রাজপুত শিখ মাবাঠা না-ও যদি মেলে, একা মাবাঠা অন্ততঃ তাব স্বাধীনতার জন্য একটা মরণ-পণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

— ——

## পঞ্চম দৃশ্য

দিল্লী-দরবার

সিংহাসনে ঔরংজেব।

সভাসদগণ ও রামসিংহ

ঔরংজেব : শিবাজীরাজার সঙ্গে সন্ধির সর্ত্তসমূহ আমরা অনুমোদন ক'রছি, এ-কথা মহারাজ জয়সিংহকে জানিয়ে দিন, উজীর।

রামসিংহ : পিতার আমন্ত্রণে মহারাজ শিবাজী স্বয়ং দিল্লীতে আসছেন সম্রাটকে শ্রদ্ধানিবেদন ক'রবার জন্য— এ-কথাও পিতার নির্দ্দেশক্রমে আমি—পূর্ব্বেই সম্রাটকে জানিয়েছি, আশা করি সম্রাটের তা স্মরণ আছে।

ঔরং : ঠিক স্মরণ আছে—তা ব'লতে পারি না। হয়ত তুমি ব'লে থা'কবে। তা, শিবাজীরাজার আগমনে দিল্লী-দরবার চঞ্চল হ'য়ে উঠবে—এমন ত কোন সম্ভাবনা আমরা দেখি না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অন্ততঃ শত রাজা দিল্লীতে এসে দরবারে তাঁদের বক্তব্য পেশ ক'রবার সুযোগের

প্রতীক্ষায় আছেন, তাঁদের দলে আর-একজন যোগ দিলে কিছু ইতর-বিশেষ ঘ'টবে না বোধ হয়।

রাম : পিতা বিশেষ ক'রে পত্রে লিখে দিয়েছেন যে, মহারাজ শিবাজী যেমন শক্তিমান, তেমনি অভিমানী, তাঁকে দরবারে সকল রকম সম্ভাব্য মর্য্যাদা দেওয়া হবে—এই প্রতিশ্রুতি দেওয়াতেই তিনি দরবারে আসতে রাজী হ'য়েছেন।

ঔরং : তিনি রাজী হওয়াতে দিল্লী-দরবার অনুগৃহীত হ'য়েছে, এ-কথাও কি মহারাজ জয়সিংহ পত্রে লিখেছেন ?

রাম : এ ত অনুগ্রহের কথা নয় জাঁহাপনা, এ সন্ধির সর্ত্তের কথা।

ঔরং : সন্ধির সর্ত্ত। কুমার রামসিংহের কথার ভঙ্গীতে মনে হয়, যেন সন্ধিটা হ'য়েছে রুমের বাদশা বা চীনের সম্রাটের সঙ্গে ; সর্ত্তগুলিকে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন না ক'রলে মহা অনর্থ অবশ্যম্ভাবী। (হাস্য)

রাম : সন্ধি যার সঙ্গেই করা হ'ক, আমরা রাজপুতেরা সন্ধি করি, সন্ধির প্রত্যেকটি সর্ত্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ক'রবার জন্যই।

ঔরং : মহারাজ জয়সিংহ নিজে যদি কোন সন্ধি ক'রে

থাকেন শিবাজীরাজার সঙ্গে, তার সর্ত্ত কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি পালন ক'রবেন—তা তাঁর বিচার্য্য। দিল্লী-দরবারের পক্ষ থেকে তিনি যে-সন্ধি ক'রেছেন, তার কোন্ সর্ত্তের উপর কতটা গুরুত্ব আরোপ ক'রতে হবে—তা বিচার ক'রবার স্বাধীনতা দরবারের আছে, তা আশা করি তুমি ও তোমার পিতা উভয়েই স্বীকার ক'রবে। উজীর! ইরাণের রাজদূতকে কয়েকদিনদ রবারে উপস্থিত দেখিনি, তিনি কি অসুস্থ?

উজীর : হাঁ, জাঁহাপনা!

ঔরং : মিসরের ফেরো যে পত্র পাঠিয়েছিলেন, তার উত্তরটা কি প্রস্তুত হয়েছে?

উজীর : আজই অপরাহ্নে খাস-দরবারে পত্রখানা জাঁহাপনার কাছে পেশ ক'রতে পা'রব আশা করি। দলইলামার দূত-

ঔরং : অপেক্ষা ক'রতে দাও! এ-দরবারে প্রাধান্য পাবে, অগ্রগণ্য হবে—মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের রাজদূতেরা! বিধর্ম্মী রাজা বা রাজদূত—ওদের আমরা আহ্বানও করিনা, সমাদর করতেও প্রস্তুত নই!

( জনৈক মনসবদারের প্রবেশ )

মনসবদার : জাঁহাপনা! দরবারের তোরণে এক হিন্দুরাজা

কয়েক শত সৈনিক সমভিব্যাহারে উপনীত। নাম—শিবাজী।

রামসিংহ : শিবাজী? সম্রাটের অনুমতি হ'লে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আসি।

ঔরং : হাঁ—যা বলছিলাম উজীর। বিধর্মী রাজা বা রাজদূত—ওদের আমরা আহ্বানও করিনা, সমাদর ক'রতেও প্রস্তুত নই। হাঁ—সুবে বাংলায় রাজস্ব এবার কম এল কেন, তার কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠানো হ'য়েছে সুবেদারের কাছে?

উজীর : হ'য়েছিল। সুবেদার নিবেদন ক'রেছেন, রাজস্ব আদায় ও ইরসালের ভার দেওয়ানের উপর। সুবেদার কোন কৈফিয়ৎ দিতে সক্ষম নন।

ঔরং : আমরা জানি, দেওয়ান মুরশিদকুলি—ও কি, কুমার রামসিংহ! আপনি কি দরবারের আদব কায়দা সব বিস্মৃত হ'য়েছেন? কোথায় যান স্থান ত্যাগ ক'রে?

রামসিংহ : দরবারের আদব কায়দা বিস্মৃত হইনি জাঁহাপনা, স্মরণ রেখেই লঙ্ঘন ক'রেছি। তার জন্য যদি দণ্ড নিতে হয়, তাও নেব, কিন্তু পিতা—যাঁকে আমন্ত্রণ ক'রে দরবারে এনেছেন, আমি উপস্থিত থাকতে তিনি—দরবারে সমাদর পাবেন না—এ আমি

সহ্য ক'রতে অক্ষম। আমি শিবাজীকে দরবারে নিয়ে আসতে যাচ্ছি—সম্রাট্। আশা করি—মহারাজ শিবাজীকে অপমান করার অর্থ যে এক্ষেত্রে মহারাজ জয়সিংহকেই অপমান করা—এ-কথাটি জাঁহাপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

(প্রস্থান)

ঔরং : অবাচীন যুবক! মহারাজ জয়সিংহকে পত্র লিখুন উজীর, যে, কুমার রামসিংহকে তাঁর নিজ রাজ্য অম্বরে স্থানান্তরিত ক'রলে আমরা সুখী হব। (হাস্য) আর কি ক'রতে পারি? রামসিংহ সম্রাটের মর্য্যাদা বিস্মরণ হ'তে পারে, কিন্তু সম্রাট ত প্রভুভক্ত জয়সিংহের মর্য্যাদা বিস্মরণ হ'তে পারে না।

সকলে : বেশক! বেশক!

(শিবাজীসহ রামসিংহের প্রবেশ)

শিবাজী : দিল্লীশ্বর শাহানশাহ সম্রাট ঔরংজেবকে আমি অভিবাদন করি।

ঔরং : কে ইনি?

রাম : ইনি কঙ্কনের অধিবাসী—মারাঠাপতি মহারাজ শিবাজী। সম্রাটের পক্ষ থেকে আমার পিতা

মহারাজ জয়সিংহ এঁর সঙ্গে সন্ধিস্থাপন ও এঁকে দিল্লী-দরবারে আমন্ত্রণ ক'রেছেন। সেই আমন্ত্রণ রক্ষা ও সম্রাটের প্রতি আনুগত্য নিজমুখে ব্যক্ত ক'রবার জন্যই এঁর আগমন।

ঔরং : কি প্রকারে সম্রাট-দরবারে কুর্ণিশ ক'রতে হয়, তা সম্ভবতঃ শিবাজীরাজার জানা নেই। কুমার রামসিংহের উচিত ছিল এ-সম্বন্ধে আগে যথোচিত উপদেশ দিয়ে, পরে তাঁকে দরবারে হাজির করা।

শিবাজী : আমন্ত্রিত একজন হিন্দু রাজার সম্বন্ধে কুর্ণিশের ত্রুটির উল্লেখ ছাড়া কি সম্রাটের আর কিছুই করণীয় নেই—কুমার রামসিংহ ?

রাম : একটু সংযত হো'ন মহারাজ শিবাজী! আমার একান্ত অনুরোধ।

ঔরং : শিবাজীরাজা কি ব'লছেন—কুমার রামসিংহ ?

রাম : পথশ্রমে তিনি অসুস্থ, সম্রাটের অনুমতি হ'লে পরে দরবারে হাজির হ'বার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রছেন।

ঔরং : তাঁর দরবারে আগমনেও ত্বরান্বিত হ'বার প্রয়োজন ছিল না, তাঁর দরবার ত্যাগেও আপত্তির কোন কারণ নেই। শিবাজীরাজা যে, কষ্ট ক'রে কঙ্কন থেকে দিল্লীতে এসেছেন—সম্রাটের প্রতি রাজভক্তি

নিবেদন ক'রবার জন্য, এর জন্য আমরা তাঁকে পুরস্কৃত ক'রতে ইচ্ছা করি! আজ হ'তে তাঁকে দিল্লী-সাম্রাজ্যের পাঁচ হাজারী মনসবদার পদবী অর্পণ করা হ'ল!

শিবাজী : পাঁচ হাজারী? অদূর ভবিষ্যতে যখন সম্রাটকে কম্কন যেতে বাধ্য হ'তে হবে, তখন তিনি চাক্ষুষ দেখতে পাবেন, এই শিবাজী রাজার শিশু পুত্র শম্ভাজীও পাঁচ হাজার সৈন্যবলের অধিনায়ক! চলুন রামসিংহ! এ-দরবারের বিষাক্ত হাওয়ায় মুক্ত প্রকৃতির শিশু আমি ক্লেশ ও অস্বস্তি বোধ ক'রছি!

( দ্রুত প্রস্থান )

রাম : মহারাজ শিবাজী! মহারাজ শিবাজী! সম্রাটকে অভিবাদন করুন! অভিবাদন করুন!

( প্রস্থান )

উজীর : এ বেয়াদবীর দণ্ড দেওয়া উচিত সম্রাট! আদেশ করুন—বর্ব্বর হিন্দুকে বন্দী করা হ'ক!

ঔরং : দরবারে? না! দরবারে শিবাজীরাজার মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে আমরা বাধ্য, কারণ সে সম্বন্ধে তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাদের প্রভুভক্ত সেনাপতি মহারাজ জয়সিংহ, আমাদের পক্ষ থেকে! তাঁকে

কুমার রামসিংহ কোন্ গৃহে নিয়ে যান—লক্ষ্য রাখবার জন্য লোক পাঠানো হ'ক। এবং—এবং—

উজীর : আদেশ করুন। জাঁহাপনা।

ঔরং : বিদেশী লোক। রাজধানী দিল্লী সারা পৃথিবীর ভাগ্যান্বেষীদের বিচরণক্ষেত্র। রাজার আদিম সরলতার সুযোগ নিয়ে কেউ তাঁর কোন অনিষ্ট না করে, সেজন্য তাঁর গৃহে একদল সতর্ক প্রহরী স্থাপন করা হ'ক। তারা দরবারের আদেশ না নিয়ে কাউকেই শিবাজীরাজার গৃহে প্রবেশ করতে বা সেখান থেকে বাইরে আসতে দেবে না—এই রইল আমাদের আদেশ। দরবার ভঙ্গ হ'ক।

( সম্রাট ও সভাসদগণের প্রস্থান )

কেবল উজীর কতকগুলি কাগজ নাড়াচাড়া করিতে থাকিলেন

( রামসিংহের প্রবেশ )

রাম : দরবার এত শীঘ্রই ভেঙ্গে গেল উজীর সাহেব ?

উজীর : আপনি এত শীঘ্রই ফিরে এলেন অতিথিকে ফেলে ?

রাম : শিবাজী অসুস্থ।

উজীর : এবং বন্দী।

রাম : বন্দী ?

উজীর : এবং আপনাকে যাতে সত্বর দিল্লী থেকে অপসারিত

করা হয়, সেজন্য আপনার পিতার কাছে পত্র যাচ্ছে।

রাম: যেতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত এবং আনন্দের স !
কিন্তু শিবাজী যতক্ষণ দিল্লীতে থাকবেন, ততক্ষণ রামসিংহকে জীবিত কেউ অপসারিত করতে পারবে না।

উজীর: শিবাজী ত' আপনার আত্মীয় নয়।

রাম: ততোধিক। শিবাজী আমার পিতার কথায় বিশ্বাস ক'রে শত্রুপুরীতে আগমন করেছেন।

উজীর: শিবাজীর পক্ষে বেশী ওকালতী করলে শিবাজীর মতই আপনাকেও হয়ত বন্দী হতে হবে কুমার রামসিংহ। বুঝে কাজ করুন।

রাম: এবং শিবাজীর মত রামসিংহকেও বন্দী করলে, মারাঠার মত রাজপুতও ঐ বাদশাহী-সিংহাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে উজীর। বুঝে কাজ করুন

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

দিল্লী—শিবাজীর গৃহ

শিবাজী, রামসিংহ

শিবাজী : শিবাজীকে বন্দী ক'রে রাখা চক্রীর-শিরোমণি ঔরংজেবেরও পক্ষে দুঃসাধ্য—একথা বিশ্বাস করুন রামসিংহ !

রাম : তাই হ'ক. আপনি মুক্তিলাভ করলে আমিও গঙ্গাস্নান ক'রে অম্বরে ফিরে যাই !

শিবাজী : আপনি কি আমার জন্যই দিল্লীতে অবস্থান করছেন ?

রাম : একরকম তাই বই কি ? সম্রাট ত' আমায় দরবার থেকে নির্ব্বাসিতই করেছেন একরকম ! আমি নিতান্ত নাছোড়বান্দা, তাই এক-একবার তাঁকে কর্কশ বাক্য শোনাবার জন্য তাঁর কাছে যাই।

শিবাজী : আপনাকে তিনি এতটা সহ্য করেন—তার কারণ কি ? ভয় ?

রাম : একরকম তাই বলা যায় বই কি। রাজপুত চিরদিনই মুঘল-সাম্রাজ্যের শত্রু। তা সম্রাট জানেন ! মেবারের রাণা ও মারোয়ারের দুর্গাদাস ত' সম্রাটের সঙ্গে কলহ করেই ব'সে আছেন। বাকী

আমরা! আমাদেরও ক্ষেপিয়ে নিলে গোটা রাজপুতনাই এক বিরাট শত্রু-শিবিরে পরিণত হবে সম্রাট-সৈন্যের পক্ষে! তা বোধ হয় তিনি চান না!

শিবাজী : পণ্ডিত-মূর্খ বলতে যা বোঝায়, তাই ওই একজন—সম্রাট ঔরংজেব।

রাম : আপনাকে বন্দী ক'রে রাখায় যে তাঁর কি লাভ—তা তিনিই জানেন!

শিবাজী : আমায় বন্দী ক'রে রাখতে হ'লে যতটা বুদ্ধি থাকা দরকার, তা ঔরংজেবের নেই! ধরুন—আমার সঙ্গে কয়েকশত সৈনিক এসেছিল দিল্লীতে।

রাম : আপনারই অনুরোধে ত' সম্রাট তাদের দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন!

শিবাজী : হাঁ—তা ত' বটেই! ধরুন—ঐ সৈনিকদের একজনের বেশ পরিধান ক'রে ছদ্মবেশে যদি আমি দিল্লী ত্যাগ ক'রে যেতাম?

রাম : এ গৃহ থেকে বেরুবেন কি ক'রে?

শিবাজী : ফুঃ!

রাম : এক' বন্দী, তায় রুগ্ন!

শিবাজী : রোগ ত' সেরেছে!

রাম : তা সেরেছে অবশ্য! এবং আপনার রোগ যে

সেরেছে—তা দিল্লী সহরের কোন বড়লোকের আর জানতে বাকী নেই।

শিবাজী : তার অর্থ ?

রাম : রোজই ত' কারও না কারও বাড়ীতে বড়-বড় ঝুড়ি পাঠাচ্ছেন—মিষ্টান্ন আর ফলে ভর্ত্তি ক'রে!

শিবাজী : ভাল মনে ক'রে দিয়েছেন! আজকের ঝুড়ি দু'টো এখনো ত' নিয়ে গেল না! একটা রাজা উমেদ সিংহের কাছে যাবে, অন্যটা যাবে ঝুনঝুনওয়ালা কালীবাড়ীতে।

রাম : ঝুনঝুনওয়ালা কালীবাড়ী ? সে ত' দিল্লী সহরের বাইরে বহুদূর!

শিবাজী : বাহকেরা শক্তিমান লোক! কোন কষ্ট হবে না ওদের! ওই যে দেখুন না—পাশের ঘরে রয়েছে ঝুড়ি দু'টো! দু'মণের বেশী হবে না কোনটা!

রাম : দু'মণ মিষ্টান্ন এক-একটা ঝুড়িতে ?

শিবাজী : তার কমে এক-একটা বড়লোকের বাড়ীতে দেওয়া যায় ? ধরুন—আপনার গৃহেই দু'একদিন পাঠিয়েছি। দু'মণ মিষ্টান্নের কম পাঠালে আপনি ত' আপনার গৃহের পরিজন, সৈনিক, ভৃত্য এদের সবাইকে এক-একটাও দিতে পারতেন না। শেষ-কালে বাজার থেকে কিনে এনে অভাব পূরণ করতে হ'ত—আমায় বদনাম থেকে বাঁচানোর জন্য!

রাম : হাঃ হাঃ হাঃ—চারজন বাহক এসেছে।

( চারিজন বাহকের প্রবেশ )

শিবাজী : ওরে,—তোরা একটা ঝুড়ি নিয়ে রাজা উমেদ সিংয়ের কোঠিতে দিয়ে আয়! রাজা বাহাদুরকে বলবি—কঙ্কনের শিবাজীরাজা ভেট পাঠিয়েছেন—তাঁর রোগমুক্তির উপলক্ষে! বুঝলি?

বাহক : হাঁ মহারাজ! রোজই ত' নিয়ে যাচ্ছি—রোজই ত' বলছি—

( ভিতরের ঘরে প্রবেশ )

মহারাজ! একটা ঝুড়িতে ভরা হয়নি এখনো!

শিবাজী : তাই না কি? বাঃ! কী যে করে এরা!—তা' যেটা ভরা আছে, সেইটাই তোরা নিয়ে যা! আমি ওটা ভরিয়ে দিচ্ছি! আর বাহকেরা কোথায়?

বাহক : ( নেপথ্যে ) তারাও এলো ব'লে! আমরা যাই তাহ'লে মহারাজ—

রাম : দেউড়ীতে পাহারা আছে সৈনিক, তারা ঝুড়ি খুলে দেখে না?

শিবাজী : প্রথম-প্রথম দেখতো বইকি! এখন আর—চলুন, ও ঝুড়িটাও ভ'রে ফেলি!

( শিবাজী ও রামসিংহ ভিতরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। অন্য চারিজন বাহকের প্রবেশ )

১ম বাহক : কই—মহারাজ কই ?

২য় বাহক : স্নান করতে গেছে হয়ত !

৩য় বাহক : ঐ ত' ঝুড়ি একটা রয়েছে ও-ঘরে ! রামসিং রাজা দাঁড়িয়ে আছেন।

( রামসিংহ চঞ্চলভাবে প্রবেশ করিলেন )

রাম : তোমরা যাও—ঐ ঝুড়িটা--ফলের আর মিষ্টান্নের ঝুড়িটা—ঝুনঝুনওয়ালার কালীবাড়ীতে পৌছে দাও ! জান ত' ঝুনঝুনওয়ালার কালীবাড়ী ?

১ম : জানি না ? সহরের বিলকুল বাহিরে। এখান থেকে তিন ক্রোশ হবে !

২য় : ভালই হ'ল ! যত দূর যাবো—তত তনখা বেশী। শিবাজী মহারাজের হাত দরাজ।

রাম : কালীবাড়ীতে বলবি--মহারাজ শিবাজীর রোগ মুক্তি উপলক্ষে—

১ম : হাঁ—হাঁ ও জানি ! চল্ রে চল্—ঝুড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ! মহারাজার সঙ্গে দেখা ত' হ'ল না ! তিনি স্নান করতে গেছেন.বুঝি ?

রাম : হাঁ—স্নান করতে গেছেন ! ফিরে এলে দেখা পাবি এখন, যা, দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়্ বাবা !

( বাহকগণের ভিতরের কক্ষে প্রবেশ )

রাম : দুর্গা ! দুর্গা ! দুর্গা ! এক মুহূর্ত্ত আগেও বুঝতে দেয়নি যে শেষ বিদায় এত আসন্ন! উঃ !

কী মস্তিষ্ক! (বাতায়ন পথে দেখিয়া) ঐ যে—নির্বিঘ্নে খুড়ি দেউড়ি পেরিয়ে চলে গেল! জয় শিবাজী! তোমার সাহসের তুলনা শুধু তোমার প্রতিভা! আজ যদি তুমি নির্বিঘ্নে দিল্লী ত্যাগ করতে পারো—তবে জানব দিল্লীর সাম্রাজ্যের পরমায়ু আর বেশী দিন নয়! এ-মস্তিষ্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার শক্তি ঔরংজেবেরও নেই! জয় শিবাজী! আর আমার দিল্লীতে থাকা নিরাপদ নয়! আমিও এই মুহূর্তেই গৃহে গিয়ে দিল্লী ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হই—শিবাজি অন্তর্দ্ধানের বার্তা প্রচার হবার পূর্বে

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

পুনা—শিবাজীর গৃহ

তানোজী, নেতাজী

তানোজী : কী সর্বনেশে পরামর্শই দিলেন মহারাজ জয়সিংহ—

নেতাজী : দিল্লী যাওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না মহারাজ—শিবাজীর। জয়সিংহকে প্রতিরোধ করতে নাই-বা পারতাম আমরা—দিনকতক পাহাড়ে জঙ্গলে অপসৃত হয়ে থাকলেই মুঘলসৈন্যের প্লাবন আপনা হতে নেমে যেতো মারাঠাদেশের বুক থেকে, আমরা আবার আপন ঘরে ফিরে আসতে পারতাম। কোন প্রয়োজনই ছিল না সন্ধির, কোন প্রয়োজনই ছিল না দিল্লী যাত্রার :

তানোজী : এই ত' মহারাজ জয়সিংহ আপনা থেকেই মারাঠা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন, শুনেছি, ঔরঙ্গাবাদ-শিবিরে তিনি মরণাপন্ন! এখন ইচ্ছা করলেই হৃত দুর্গ সমূহ আমরা একে-একে আবার উদ্ধার করতে পারি, যদি মহারাজকে ফিরে পাই। মহারাজের অভাবে কে করবে মারাঠাসৈন্যকে পরিচালনা, কে করবে তাদের প্রাণে উদ্দীপনার সঞ্চার।

নেতাজী : দিল্লীর কারা-প্রাচীরের অন্তরালেই যদি শিবাজীর দেহপাত হয়, তাঁর জীবন সাধনাও ব্যর্থ হ'ল। অর্দ্ধ-জাগ্রত মহারাষ্ট্র আবার ঘুমিয়ে পড়লো মুঘলের চরণতলে!

( কৃষ্ণাজীর প্রবেশ )

কৃষ্ণাজী : নেতাজী! তানোজী! আর ভয় নেই, আর চিন্তা নেই! অচিরেই মহারাজের শুভাগমন হবে! তাঁর সম্বর্দ্ধনার জন্য প্রস্তুত হও সবাই। প্রস্তুত কর সমগ্র মারাঠা দেশকে!

নেতাজী, তানোজী : সে কি? সে কি?

কৃষ্ণাজী : গুরু রামদাসের ভবিষ্যদ্বাণী! এ ত' মিথ্যা হবার নয়! চিন্তাভাবে প্রপীড়িত হয়ে আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম সান্ত্বনার আশায়! মহাপুরুষ কিছুক্ষণ স্তিমিত নয়নে ধ্যানমগ্ন থেকে সহসা ব'লে উঠলেন—'ঐ যে, শিববা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ ক'রে ছুটে আসছে স্বগৃহের পানে! সে এলো ব'লে, সে এলো ব'লে! আর চিন্তা নাই!'

নেতাজী : জয় মহারাজ শিবাজীর জয়!

তানোজী : জয় মহারাজ শিবাজীর জয়! শুধু জয়ধ্বনি ক'রে আমরা নিবৃত্ত হব না। নেতাজী, কৃষ্ণাজী! মহারাজের প্রত্যাগমন-মুহূর্ত্ত থেকে মারাঠার জয়-

যাত্রা যাতে আবার পূর্ণোদ্যমে সুরু হয়, তার জন্য এখন থেকেই আমরা সজ্জা করব। সাজাও বাহিনী—সেনাগণ। সাজো—সমরসাজে শিবাজী প্রিয় সৈনিকগণ। শত্রু সংহার করো। মারাঠার জাতীয়তার সৌধ প্রতিষ্ঠা করো মুঘলের শুভ্র অস্থির ভিত্তির উপরে।

(দ্রুত প্রস্থান)

নেতাজী : তানোজী সত্যই বলেছে—মহারাজের আগমনের মুহূর্ত্ত থেকে আমরা রণযাত্রা করব।

কৃষ্ণাজী : ধীরে, ধীরে বন্ধু। মহারাজ যদি সন্ধি ক'রে এসে থাকেন?

নেতাজী : আবারও সন্ধি? যে বিশ্বাসঘাতক বাদশাহের আসনে ব'সে নিমন্ত্রিতকে বন্দী করতে দ্বিধা করে-না—তার সঙ্গে আবারও সন্ধি? তাই যদি মহারাজ ক'রে এসে থাকেন, তবে বুঝব, মারাঠা জাতির উপর মা ভবানী বিরূপ। তার স্বাধীনতা অর্জ্জন মায়ের ঈপ্সিত নয়!

(শিবাজীর প্রবেশ)

শিবাজী : এত ভুল করোনা নেতাজী! মায়ের বাণী নিয়ে শিবাজী এসেছে—মারাঠার মুক্তি সন্নিকট।

নেতাজী : মহারাজ। মহারাজ!

কৃষ্ণাজী : এসেছেন—মহারাজ?

শিবাজী : না এসে পারি ? সারা মারাঠাদেশ যে প্রবল আকর্ষণে আমায় টেনেছে, তাতে হিমালয় আমার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াতো যদি, সে আমার অশ্ব-পদতলে চূর্ণ হয়ে যেতো, ভারত-সাগরের সমগ্র জলরাশি যদি আমার আগমন-পথে ব্যবধান-সৃষ্টির প্রয়াস পেতো, যে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতো— আমার উষ্ণ নিঃশ্বাসে ! জন্মভূমির আকর্ষণ যে এত প্রবল, তা আমি আগে কখনও বুঝিনি বন্ধু ! শয়নে স্বপনে এই উষর পার্ব্বত্যভূমি ক মধুমাখা নয়ন-বিমোহন মূর্ত্তি নিয়ে আমায় দেখা দিতো— তা ভাষায় বলবার শক্তি আমার নেই কৃষ্ণাজী ! ক্ষণে-ক্ষণে দেখতাম—ভবানীর খড়গ আমার পথ দেখিয়ে দেবার জন্যই যেন অন্তরীক্ষ-পথে দক্ষিণ-পানে ছুটে চলেছে,—অশরীরী-বাণীর ঝঙ্কার কর্ণে এসে প্রবেশ করেছে, "চল্ রে শিববা, চল্ ভবানীর বরপুত্র, দেশে ফিরে চল্ ! স্বাধীনতার নরমেধ-যজ্ঞে হোমবহ্নি কে জ্বালাবে তুই না গেলে !'

( তানোজীর প্রবেশ

তানোজী : হোমবহ্নি ধিকি-ধিকি জ্বলে উঠুক এবার শিববা ! সমিধ প্রস্তুত, আগুন জ্বালো যাজ্ঞিক ! সমগ্র বাহিনী অস্ত্র-করে অশ্ব বল্গা ধারণ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে—আজ্ঞা দাও, তারা এই মুহূর্ত্তে পুরন্দর

রায়গড় চাকন তোর্ণা সিংহগড় থেকে বিতাড়িত করবে মুঘল দুর্গরক্ষী সৈন্যবাহিনীকে!

শিবাজী : অগ্রসর হও! অগ্রসর হও! আর বিলম্ব নয়! কৃষ্ণাজী! সমগ্র দাক্ষিণাত্যে প্রচার করো শিবাজীর আহ্বান—যে যেখানে মারাঠা আছো, অস্ত্র-করে ধেয়ে এসো, দাম্ভিক ঔরংজেবের সিংহাসনের নিম্ন থেকে শৃঙ্খলিতা জন্মভূমিকে মুক্ত ক'রে আনতে হবে! নেতাজী! নূতন সৈন্যবাহিনী গঠন করো! এই দুর্গ কয়টা পুনরধিকার করেই আমরা মুঘল-রাজ্য আক্রমণ করব—সুবাট বন্দর হবে আমাদের প্রথম লক্ষ্য। বিশ্বাসঘাতক সম্রাট নিজের একমাত্র সক্ষম সেনাপতিকে বিষদানে হত্যা করেছে, মহারাজ জয়সিংহ আর নেই! কে রক্ষা করবে মুঘলের রাজ্যসীমা?

সকলে : সে কি? জয়সিংহ নেই?

শিবাজী : তাঁর অপরাধ—তিনি হিন্দু! তাঁর অপরাধ—তিনি শক্তিমান! তাঁর আরও অপরাধ ছিল—তিনি মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করেও আত্ম-মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিতে রাজী হননি! তাই তাঁকে গোপনে বিষদান করেছে ঔরংজেবের চরগণ! এ হত্যার আমরা প্রতিশোধ নেবো! কারণ—জয়সিংহ ছিলেন

হিন্দু, জয়সিংহ ছিলেন মারাঠার স্বাধীনতা প্রয়াসে সহানুভূতি-পরায়ণ, জয়সিংহ ছিলেন শিবাজীর একান্ত হিতৈষী! চলো বন্ধুগণ—রণযাত্রা করি!
হর হর মহাদেও!

সকলে : হর হর মহাদেও!

শিবাজী : চলো দিল্লী!

সকলে : চলো দিল্লী! চলো দিল্লী! চলো দিল্লী!

## দ্বিতীয় দৃশ্য

সিংহগড় দুর্গ

উদয়ভান ও রহমৎ খাঁ

উদয় : শিবাজীরাজা ফিরে এসেছেন। বিদ্যুৎগতিতে তাঁর আদেশ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে—"অস্ত্র গ্রহণ করো।" জালমুক্ত কেশরীর সম্মুখে কে দাঁড়াবে আজ ?

রহমৎ : কিল্লাদার কি শিবাজীর ভয়ে ভীত ?

উদয় : ভয়! রাজপুতের বাচ্চা ভয় কাকে বলে জানে না! মৃত্যু তার খেলার জিনিষ। জয়ে পরাজয়ে সে সমান নির্ভীক। কিন্তু ভীত না হলেও চিন্তিত হবার কারণ আছে বই কি! চিন্তা করে না শুধু তারাই—যারা চিন্তাশক্তিশূন্য।

রহমৎ : কিন্তু, চিন্তা করবারই বা আছে কি ? বাদশাহী-সৈন্য কি মাওয়ালী-কৃষকের বিরুদ্ধে দুর্গ রক্ষায় অক্ষম হবে!

উদয় : পুরন্দর দুর্গে কি ঘটেছে ? চাকনে কি ঘটেছে ? রায়গড়ে—

রহমৎ : কি ক'রে সর্ব্বত্র বাদশাহী-সৈন্যের পরাজয় ঘটলো—এ এক প্রহেলিকা! আমার বিশ্বাস, ধূর্ত্ত শিবাজী উৎকোচ দিয়ে দুর্গরক্ষীদের বশীভূত করেছিলেন!

উদয় : তোমার উপযুক্ত ধারণাই তুমি করেছ।

রহমৎ : কিল্লাদার!

উদয় : চোখ রাঙ্গাও কার উপর তুর্কী? এখানে আমি কিল্লাদার—তুমি আমার আজ্ঞাবহ। উদ্ধত হয়েছ কি শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে তোমায় হাতীর পায়ের তলায় নিক্ষেপ করব।

রহমৎ : বাদশাহের কাছে এর বিচার হবে।

উদয় : বাদশাহের কাছে বিচার প্রার্থনার জন্য এই মুহূর্তে তুমি চলে যেতে পারো। কারণ বিলম্ব করলে আর বেরুতে পারবে ব'লে বোধ হয় না। মারাঠা হয়ত আজই দুর্গ আক্রমণ করবে।

রহমৎ : শত্রু যখন আক্রমণে উদ্যত, তখন রহমৎ খাঁ যাবে দুর্গ ত্যাগ ক'রে? রহমৎ খাঁ এত হীন ব'লে তোমার ধারণা কিল্লাদার?

উদয় : তুমি মুসলমান, তোমার উপর কোন উচ্চ ধারণা থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ আমি হিন্দু। তোমরা সবাই সমান, বাদশাহ থেকে ভিক্ষুক। শঠ, প্রবঞ্চক, পরশ্রীকাতর, অত্যাচারী, হিংস্র।

রহমৎ : আর তোমরা হিন্দুরা সেই শঠ, প্রবঞ্চক, অত্যাচারী, হিংস্রদেরই দাস। খুব বাহাদুর তোমরা।

উদয় : সে দৈব। সে দাসত্ব ঘুচবার দিন এসেছে।

মুঘলের সাম্রাজ্য-লীলার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে ঐ। দক্ষিণে মারাঠা, পশ্চিমে রাজপুত, উত্তরে শিখ—পদাঘাতে এই তুর্কী জাতটাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেবে—সে দিনের আর বিলম্ব নেই।

রহমৎ : এ অসহ্য। এ অসহ্য। ( আক্রমণ )

উদয় : আক্রমণ? তোমার মৃত্যু আসন্ন! জান—উদয় ভানের মত অসিযোদ্ধা উত্তর ভারতে নেই? (আক্রমণ)

( নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি )

রহমৎ : ক্ষান্ত হও কিল্লাদার। এ শত্রুর তূর্য্যধ্বনি!

উদয় : শত্রু কি মিত্র, সে আমি বুঝব! তুমি কিল্লাদারের মস্তকে খড়গ তুলেছ—তার দণ্ড আগে নাও—

( প্রহরীর প্রবেশ )

প্রহরী : কিল্লাদার। কিল্লাদার।—এ কি?

উদয় : বল—শুনছি। ল'ড়তে-ল'ড়তেই তোমার বক্তব্য শুনতে পা'রব।

প্রহরী : মারাঠা আক্রমণ ক'রছে।

উদয় : ক'রবেই। যেদিন জয়সিংহকে বিষ দিয়েছে ঐ শয়তান বাদশাহ, সেইদিনই জানি—মুঘলের অধিকার দক্ষিণ থেকে উঠেছে। এই বেয়াদবকে শেষ ক'রে দিয়ে আমি এখনই আসছি দুর্গ রক্ষার চেষ্টা ক'রতে। এই নাও রহমৎ!

( অস্ত্রাঘাতে রহমতের পতন )

রহমৎ : আমি আহত !

উদয় : থাক প'ড়ে ! এইবার দুর্গ রক্ষা ! রক্ষাই-বা ক'রব কেন ! নরকে যাক এই মুঘল-শক্তি—যারা আমার প্রভু জয়সিংহকে বিষ দিয়ে হত্যা ক'রেছে ! দুর্গ রক্ষা ক'রব না, তবে ল'ড়ব ! বেইমানী ক'রব না ! প্রাণ দেব হারবারই জন্য। জিতবার জন্য নয় !

( প্রস্থান )

প্রহরী : মহারাজ জয়সিংহের মৃত্যু-সংবাদ যেদিন এসেছে, সেইদিন থেকেই কিল্লাদার এমনি উন্মাদের মত আচরণ ক'রছেন !

রহমৎ : আমায় আহত ক'রেছে করুক, কিন্তু দুর্গ রক্ষায় যেন ও অবহেলা না করে—তাই দেখ তোমরা ! দিল্লীর বাদশাহের সম্মান, মাওয়ালী-চাষার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যেতে দিও না তোমরা !

প্রহরী : দিল্লীর বাদশা, তোমাদেরই বাদশা, আমার কে ? আমি মহারাজ জয়সিংহের প্রজা ও সৈনিক, যে জয়সিংহকে ঐ বাদশা বিষ খাইয়ে মেরেছে ! আমরা যোদ্ধা, ম'রবই ! কিন্তু ম'রব—বাদশার ধ্বংস কামনা ক'রে, জয় কামনা ক'রে নয় !

( প্রহরী'র প্রস্থান—রহমৎ কষ্টে উঠিল )

রহমৎ : আঘাতটা খুব সাংঘাতিক হয়নি, চেষ্টা ক'রলে দুর্গপ্রাচীরে গিয়ে দাঁড়াতেও পারি হয়ত ! দেখি

যদি কোনমতে বাধা দিতে পারি—ঐ মারাঠাদের। রাজপুতেরা ল'ড়বে হয়ত—ওরা বেইমানের জাত নয়। কিন্তু ঐ যে ব'লে গেল—ম'রবার জন্য ল'ড়বে—যুদ্ধ জয়ের জন্য ল'ড়বে না!

(দ্বিতীয় প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী খাঁ সাহেব। আপনাকেই খুঁজছি—যুদ্ধ জয়ের কোন সম্ভাবনাই নেই!

রহমৎ: তুমি মুসলমান বুঝি?

প্রহরী: হাঁ! তাইতে ত' খুঁজছি আপনাকে। কিল্লাদার ল'ড়ছে বটে বোম্বেটের মত, কিন্তু সে সিপাহীর লড়াই, সেনাপতির লড়াই নয়! যুদ্ধ জয়ের ইচ্ছা তার আছে ব'লে মনে হয় না। এলোপাথাড়ি মারামারি করছে শুধু।

রহমৎ: যুদ্ধ জয় সে চা'য় না! সে চায় শুধু যুদ্ধে ম'রে নিজের সুনামটুকু রক্ষা ক'রতে! কিন্তু আমি কি পারব? বড্ড রক্ত পড়'ছে! উঠে গিয়ে প্রাচীরের উপর দাঁড়াতে কি পারব?

প্রহরী: পারলে হয়ত মুসলমান-সৈনিকেরা অন্ততঃ ঠিক মত যুদ্ধ ক'রত! পরিচালক নেই—তারা হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে!

রহমৎ: নাঃ—হ'ল না! আমি পারব না!

প্রহরী : পা'রতেই হবে। আমি আপনাকে তুলে নিয়ে যাব। নইলে সিংহগড় বাদশাহের হস্তচ্যুত হয়!

( রহমৎকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান )

[ নেপথ্যে যুদ্ধ-কোলাহল, পরে তানোজী ও উদয়ভানের যুদ্ধ করিতে-করিতে প্রবেশ ]

তানোজী : দুর্গ আমরা অধিকার ক'রেছি! আর কেন বীর? আপনি ত' হিন্দু। হিন্দুর জয়লাভে আনন্দ ক'রতে-ক'রতে স্বদেশে ফিরে যান।

উদয় : আনন্দ বই কি। বিপুল আনন্দ। শিবাজী-রাজাকে বিজয়ী দেখে আনন্দ ক'রব, বাদশাহী-সৈন্যের পরাজয় ঘটিয়ে প্রভু-হত্যার প্রতিশোধ নেব, এ কামনা যদি উদয়ভানের না থাকত, তবে আজ সিংহগড়ের দুর্গপ্রাচীরে অন্যরকম যুদ্ধ দেখতে পেতেন মারাঠা-সেনাপতি।

তানোজী : আপনার যে যুদ্ধ দেখেছি, তা কুরুক্ষেত্র রণে অভিমন্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আমায়! আর কেন?

উদয় : আর কেন? এ কি কথা মারাঠাবীর? জীবিত থেকে পরাজয় স্বীকার করার পাত্র উদয়ভান নয়। আমার শক্তি এখনও অক্ষুণ্ণ! ডেকে আন তোমার সৈন্যদলকে সেনাপতি! সবাই মিলে

বেষ্টন ক'বে অভিমন্যুব মতই আমাকে বধ করুক! আমি জয় চাইনি, মৃত্যু চেয়েছি! সে মৃত্যু আমি পেতে চাই!

তানোজী : কিন্তু, কেন? যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই—পরাজয়ে লজ্জা কি?

উদয় : অনিবার্য্য পবাজয়ে লজ্জা না থাকতে পারে, কিন্তু গৌববও নেই! গৌবব আছে, মরণে! সেই গৌরবই আমাব কাম্য! যুদ্ধ কব সেনাপতি!

তানোজী : তবে করুন! রণ-মৃত্যুই যদি আপনাব কাম্য হয়, তা আপনাকে দিতে আমি বাধ্য রাজপুতবীব! তবে সৈনিক ডা'কব না। ছত্রপতি শিবাজী—দুর্য্যোধনের মত অধর্ম্মাচারী নন। তাঁর সৈনিক, বা সেনানীরা যুদ্ধ যখন করে, ধর্ম্ম-যুদ্ধই করে! আসুন—আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধ ক'রব আপনার সঙ্গে।

উদয় : আপনি বীরের মতই কথা ব'লেছেন! কিন্তু এ-দুঃসাহস ক'রবেন না। উদয়ভানকে উত্তর-ভারতের লোকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অসিযোদ্ধা ব'লে জানে!

তানোজী : সে উত্তর-ভারতে! দক্ষিণ-ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অসিযোদ্ধা এই আপনার সম্মুখে—নাম তার, তানোজী!

উদয় : আসুন তবে—উত্তরে-দক্ষিণে বোঝাপড়া হ'ক এই যুগসন্ধিক্ষণে!

[ রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া আসিল—পরে
পুনরালোকিত মঞ্চে দেখা গেল,
উদয়ভান ও তানোজী দুই-
জনেরই রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া
আছে। একজন মারাঠা
সৈনিক ও একজন রাজপুত-
সৈনিকের প্রবেশ ]।

রাজপুত : আত্ম-নাশ ক'রে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা ক'রে গেল বীর উদয়ভান!

মারাঠা : সিংহগড অধিকৃত হ'ল, কিন্তু সিংহকে আমরা হারিয়েছি।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

### সুবাট—বাজপথ

ঘোষবাদক ট্যাঁডবা দিতেছিল।

ঘোষবাদক : শাহানশাহ বাদশাহ ঔলমগীবেব পবিত্র জন্মতিথি আজ—সমস্ত মুসলমান আজ মযদানে সম্মিলিত হ'য়ে আনন্দোৎসব ক'ববে। সেখানে নৃত্য, গীত, ভোজনেব প্রচুব ব্যবস্থা। কাফেবদেব সেখানে প্রবেশ নিষেধ, তবে এই উৎসবের ব্যয বহনার্থ প্রত্যেক কাফেবকে মাথা-পিছু পাঁচ তনখা আজই ফৌজদাবেব দপ্তবে জমা দিতে হবে। যে না দেবে, তার ভিটে মাটি সবকাবে বাজেয়াপ্ত ক'বে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। ফৌজদাবেব হুকুম ·

( প্রস্থান )

( দুইজন-হিন্দু নাগরিকেব প্রবেশ )

১ম হিন্দু : শুনলে বিঠ্ঠল দাস—শুনলে ?

২য় হিন্দু : উৎসব ক'ববে মুসলমানেরা, তাব ব্যয় বহন ক'রবে হিন্দুরা মাথা-পিছু পাঁচ তনখা। না দিলে ভিটে-মাটি বাজেয়াপ্ত।

১ম হিন্দু : আমার সংসাবে পনেবো জন লোক—পাঁচ পনেরো পঁচাত্তব তনখা দিয়ে আসি। ভিটে-মাটি বাঁচাতে হবে ত'।

২য় হিন্দু: বলি, এ-ভাবে এ ভিটে-মাটি ক'দিন বাঁচাতে পা'রবে? আজ এ-চাঁদা, কাল ও-নজর, পরশু অমুক জরিমানা, আর মামুলী জিজিয়া ত' আছেই। এ পাপ রাজ্য ছারে-খারেও ত' যায় না!

১ম হিন্দু: পাপ? ওরা 'ত' বলে, কাফের নির্য্যাতন, ওদের ধর্ম্মের বিধান। ক'রলে পুণ্য আছে, না ক'রলেই পাপ!

২য় হিন্দু: আমি ভাই ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে তোলার চেষ্টায় আছি। সুযোগ বুঝে মারাঠা-মুলুকে, না হয় ত' রাজপুত-মুলুকে পালাব। এ অত্যাচার আর কত দিন সহ্য করা যায় বল!

১ম হিন্দু: তোমরা ব্যবসাদার লোক, এখান থেকে সরে গিয়ে অন্য জায়গায় ব্যবসা ফাঁদতে পার! আমি কি করি? সামান্য জমি-জমা আছে—তাই চাষ ক'রে দিন গুজরাণ। সে বেচতে গেলে, নেবে কে? সকলেই পালাই-পালাই করছে! আর, যদিও কেউ কেনে—দামের আদ্ধেক দিতে হবে সরকারে সেলামী! বাকী পয়সা যা থাকবে, তা দিয়ে কি আর ভিন্‌দেশে জমি মিলবে?

২য় হিন্দু: অত ভাবতে গেলে কি আর চলে? যা আছে ভগবানের মনে, তাই হবে! এদেশ ছেড়ে অত্যাচারের হাত থেকে ত' বাঁচো! আর না হয় ত'—

১ম : না হয় ত' কি ? থামলে কেন ?

২য় : কিছু মনে না কর ত' বলি—লছমন দাসের মত মুসলমান ব'নে যাও—

১ম : রাম ! রাম ! রাম !

২য় : ব'লছ বটে রাম-রাম ! কিন্তু দেখ—কলমা প'ড়বার পরই হাল ফিরে গিয়েছে লছমন দাসের। বাদশাহী-সরকারে চাকরি পেয়েছে, মোটা আয়। না দিতে হয় জিজিয়া, না দিতে হয় জরিমানা নজরাণা ! তোফা আরাম না ?

১ম : আরাম ত'- কিন্তু বাপ পিতামহের ধর্ম্ম ত্যাগ করি কি ক'রে ?

নেপথ্যে : হঠ্ যাও। হঠ্ যাও। হঠ্ যাও।

১ম : ওকি ? ও বাবা। ফৌজদার কেন এদিকে ? পালাও, পালাও—

( দুইজন সৈনিকের প্রবেশ )

১ম সৈন্য : এই, ঠ্যাবো। কাঁহা ভাগ্‌তা হ্যায় ?

২য় সৈন্য : এ সড়কমে কাহে আযা হ্যায় ?

১ম নাগ : কেন—মনসবদার সাহেব ! আমরা ত' রোজই এ সড়কে যাই-আসি !

১ম সৈন্য : তেরা বাবাকে সড়ক ? রোজই যাই-আসি ? মারে থাপ্পড় !

( ফৌজদারের প্রবেশ )

ফৌজদার : এ রাস্তায় কাফের কেন? আমি হুকুম দিইনি যে, নতুন যেসব রাস্তা মেরামত হ'য়েছে, তাতে কোন কাফের চ'লতে পা'রবে না?

১ম নাগ : খোদাবন্দ! আমরা ত' এ হুকুমের কথা শুনিনি! শুনলে কি আর—

ফৌজদার : শোননি—সে আমার অপরাধ নয়। লে যাও গারদমে! কাফেরদের স্পর্দ্ধা দিন-দিনই বাড়ছে—ভাল রাস্তাটি দেখলেই চ'লতে ইচ্ছে করে। ক্রীত-দাসের জাত। অথচ মনিবদের সঙ্গে সমানে টক্কর দেওয়া চাই ওদের! লে যাও—মারো চাবুক!

( তৃতীয় নাগরিকের প্রবেশ )

৩য় নাগ : আরে বিঠ্ঠল ভাই! কি হ'ল? সেলাম ফৌজদার সাহেব!

ফৌজদার : সেলাম ফৌজদার সাহেব? বড় যে তেড়িয়া মেজাজ! ফৌজদার সাহেব তেরা ইয়ার? লাগাও চাবুক—পহিলে এই তিস্‌রা আদমিকো!

৩য় নাগ : খবরদার! আমি তোমার ইতর ব্যবহার সহ্য ক'রব না—এটা জেনে কাজ কর ফৌজদার! আমি সিপাহী লোক—এক-কথায় ম'রতে পারি! খবরদার!

১ম সৈনিক : ম'রতে পার ত' মর—

[ পশ্চাৎ হইতে তরবারির আঘাতে তৃতীয় নাগরিক পড়িয়া গেল। ]

৩য় : পিছন থেকে অস্ত্রাঘাত। সামনে এলে কে ম'রত দেখে নিতাম! হিন্দু—জাগো! হিন্দু—জাগো!

( মৃত্যু )

২য় নাগ : এঃ—এঃ— ম'রে গেল—রাম কান্ হোয়া! ম'রে গেলি ভাই? এঃ—এঃ!

১ম : খোদাবন্দ! আমাদের কসুর মাফ হয়। আর বারদিগর এ রাস্তায় চ'লব না। এই নাকে-কাণে খত দিচ্ছি।

২য় নাগ : তুই একেবারে গিদ্ধর! সামনে প'ড়ে রামকান্ হোয়া খামোখা মারা গেল, আর তার লাসের সামনে দাঁড়িয়ে তুই নাকে-কাণে খত দিচ্ছিস্? শোন ফৌজদার! আমি ব'লছি—আমি চ'লবই এ রাস্তায়! রাস্তা মুসলমানের একার পয়সায় তৈরী হয় নি! হিন্দুরও সমান অধিকার আছে এ রাস্তায় চ'লবার!

ফৌজদার : অধিকার আছে? অধিকার আছে? ঔরংজেবের রাজ্যে, কাফেরের অধিকার? মার্—মার্—কোতল্ কর্—

( নেপথ্যে কামানের শব্দ )

সৈনিকগণ ঃ তোপ ? তোপ দাগে কোথায় ?

ফৌজদার ঃ দরিয়ার দিক থেকে আওয়াজ এল না ? ওই যে ধোঁয়া উড়ছে—

[ নেপথ্যে কোলাহল—বোম্বেটে ! বোম্বেটে ! ]

ফৌজদার ঃ বোম্বেটে ? ঐংরেজের বাজ্যে—বোম্বেটে ? দুর্গ থেকে কামান দাগতে বল রহমান ! ছুট্ ! ছুট ! আমি দরিয়ার দিকে যাই !

( জনৈক সৈনিকের প্রবেশ )

সৈনিক ঃ ফৌজদার ! বোম্বেটে নয় ! এরা মারাঠা !

ফৌজদার ঃ মারাঠা ? মারাঠার জাহাজ আছে ?

সৈনিক ঃ শিবাজীর পতাকা আমি যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছি। ছ'খানা জাহাজের মাস্তুলের উপর সেই পতাকা উড়ছে !

ফৌজদার ঃ শিবাজী ? দুর্গে চল—দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করি—

২য় নাগ ঃ যাও—কিন্তু—রামকানহোয়ার রক্তের বদলে তোমায় রক্ত দিতে হবে আজ—এ আমি নিশ্চয় ব'লচি তোমায় ! ভগবান আছেন ! শিবাজী এসেছে—যে অত্যাচারীকে কুকুর দিয়ে খাওয়ায় !

ফৌজদার ঃ দুর্গে চল—দুর্গে চল—এ স্থান নিরাপদ নয় ! ওরা চেল্লাক ! গোলাম লোকের কথায় কাণ দেওয়ার সময় এ নয় !

২য় : দুর্গেই চ'ললে বাবা ? রাস্তাটা কাঁধে ক'রে নিয়ে যাও—নইলে যে কাফেররা চ'লবে এ রাস্তায় !

( সৈনিক ও ফৌজদারের প্রস্থান, ১ম নাগরিকও সরিয়া পড়িল )

চল হে, নাকে-কাণে খত দেনেওয়ালা ! রামকান্-হোয়ার দেহটা নিয়ে যাই, কই—সে ত' ভেগেছে ! একা কি ক'বে—এখ্‌নি যে এ রাস্তায় মারাঠা-সৈন্য এসে পড়বে ! নাঃ, তারা এসে গেল—

( ঘন-ঘন তোপধ্বনি )

সসৈন্যে শিবাজীর প্রবেশ

শিবাজী : নগরবাসী কারও উপর অত্যাচার না হয় ! আমরা চাই শুধু মুঘল-শক্তি ধ্বংস ক'রতে ! নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে শিবাজীকে যারা বন্দী ক'রেছিল—সেই বিশ্বাসঘাতকদের দেখিয়ে দিতে চাই যে, শিবাজী দুর্ব্বল নয়, হিন্দুজাতি এখনো মরেনি ! একি, এখানে একটি মৃতদেহ কেন ?

২য় নাগ : মহারাজ ! এ সুরাটের এক হতভাগ্য হিন্দু-নাগরিক ! এইমাত্র ফৌজদার একান্ত বিনাদোষে একে হত্যা ক'রে গেল ! ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন ! এর বিচার করুন আপনি—

শিবাজী : অবশ্য ক'রব ! নইলে শিবাজীর রাজদণ্ড ধারণ বৃথা ! দুর্ব্বলের উপর সবলের পীড়ন, হিন্দুর

প্রতি মুসলমানের অত্যাচার—এর অবসান ক'রবার জন্যই ভারতে শিবাজীর আগমন! তুমি অপেক্ষা কর! ফৌজদারকে ধৃত ক'রে আনি—

( ফৌজদারের প্রবেশ )

ফৌজদার: আমি সন্ধিপ্রার্থী মহারাজ শিবাজী! যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনে, অনর্থক লোকক্ষয় নিবারণের জন্য আমি সন্ধি ভিক্ষা ক'রছি। বলুন, কত অর্থ পেলে আপনি আমাদের অব্যাহতি দেবেন!

শিবাজী: কোটী মুদ্রা!

ফৌজদার: কোটী?

শিবাজী: এবং তার এক কপর্দ্দকও কোন হিন্দু-প্রজার কাছ থেকে আদায় হবে না! বাদশাহী-প্রসাদপুষ্ট মুসলমান ধনী-সমাজকেই দিতে হবে ঐ কোটী মুদ্রার প্রত্যেকটি কপর্দ্দক! কিন্তু তাতেও তোমার অব্যাহতি নেই ফৌজদার! তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ—এই নিরীহ হিন্দুর বিনাদোষে হত্যা! এ অভিযোগ সত্য?

ফৌজদার: এ অভিযোগ—অর্থাৎ এ উদ্ধত হ'য়েছিল—

শিবাজী: এবং ঔদ্ধত্যের শাস্তি হ'ল—মৃত্যু? তাহ'লে হত্যার শাস্তি হবে কি?

ফৌজদার: ক্ষমা—ক্ষমা—মহারাজ!

শিবাজী : ক্ষমা? সয়তানের বাচ্ছা! নেতাজী! দুর্গের সম্মুখে এর বুক পর্য্যন্ত মাটিতে পুঁতে, হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দাও এর উপর—তারা একে জ্যান্ত ছিঁড়ে খাক—

( ফৌজদারের আর্ত্তনাদ )

---

## চতুর্থ দৃশ্য

বায়গড়—রাজসভা

শিবাজী ও সভাসদগণ।

শিবাজী : পেশোয়া মন্ত্রী অমাত্য প্রভৃতি অষ্টপ্রধান, বীর সহকর্ম্মিসঙ্ঘ এবং মারাঠাচক্রের প্রকৃত অধীশ্বর প্রকৃতিপুঞ্জ। আপনাদের সমবেত ইচ্ছায় যে সিংহাসনে আজ আমি উপবিষ্ট, তা যেন প্রকৃত ধর্ম্মাসনে আমি পরিণত ক'রতে পারি, সকলে ঐকান্তিক চিত্তে সেই আশীর্ব্বাদই করুন আমাকে। জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দেশের সমগ্র অধিবাসীর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ক'রে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ অত্যাচার উভয়ই যেন আমি দৃঢ়-হস্তে দমন ক'রতে পারি. মারাঠাজাতিকে ধাপে-ধাপে তুলে নিয়ে যেতে পারি যেন উন্নতির চরম শীর্ষে, এই প্রার্থনা করুন সবাই অকুণ্ঠিত অন্তরে।

পেশোয়া। বিচ্ছিন্ন নগণ্য কৃষকের জাতি ছিল মারাঠা, শক্তিমান মুঘল সম্রাট, শক্তিহীন বিজাপুর, গোলকুণ্ডা সবাই একে ভা'বত তাদের অবজ্ঞার পাত্র, মনুষ্যোচিত জীবন ধারণের অনধিকারী, ধরণীর বক্ষে একান্ত ধিক্কৃত, পশুতুল্য ব'লে! হিন্দু-সম্ভ্রান্তগণেরও চক্ষে মারাঠা কৃষক ছিল অপাংক্তেয়, সহানুভূতির অযোগ্য। সেই দীনহীনগণকে ঐক্য

বদ্ধ, সংহত ক'রে ভারতের অন্যতম প্রবল শক্তিতে পরিণত করেছেন যিনি, দেশাত্মবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি তাদের অন্তরে সঞ্চারিত করেছেন যে মহাপুরুষ অভিষেকের এই পুণ্যক্ষণে তাঁকে সমগ্র জাতি আজ নিবেদন করছে অন্তরতম অভিনন্দন, গভীরতম শ্রদ্ধা, বীরপূজার ভক্তিপূত অর্ঘ্য!

নেতাজী : যেসব সংকর্ম্মিগণ ছত্রপতির নির্দ্দেশে মুক্তি সাধনায় বীরলোক লাভ করেছেন, যেসব সৎকর্ম্মী আজিও ছত্রপতির পতাকাতলে মারাঠা জাতির সেবা করতে প্রস্তুত, তাদের সকলের পক্ষ থেকে আমি নিবেদন করছি—হে মহান নেতা! তোমার আদর্শ যেন চিরদিন দেশকে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত করে, তোমার গরিমাময় জীবন-কাহিনী যেন মারাঠা পুরুষ ও নারীকে যুগ-যুগ বীরধর্ম্মে দীক্ষা দান করে। তোমার নাম মারাঠার ইতিহাসে অমর হ'ক ছত্রপতি!

সকলে : জয়, ছত্রপতি শিবাজীর জয়!

নেপথ্যে : ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং দেহি ··

শিবাজী : কে? কে? কার ওই স্বর? কার ওই মধুর গম্ভীর কম্বু কণ্ঠনাদ?

পেশোয়া : গুরু রামদাস !

শিবাজী : গুরুদেব ? গুরুদেব ভিক্ষায় বেরিয়েছেন ? শিষ্য যে মুহূর্তে অভিষেকের উৎসবে মগ্ন, রাজসভায় পদধূলি দেবার সনির্ব্বন্ধ মিনতি উপেক্ষা ক'রে গুরু তখন ভিক্ষায় বেরিয়েছেন ? কী তাঁর কামনা ? গুরুর কামনা যদি পূর্ণ করতে না পারি, কিজন্য তবে আমার সামরিক-সাফল্য, কি মূল্য তাহ'লে আমার রাজসিংহাসনের ? পেশোয়া। লিখুন— একখণ্ড ভূর্জ্জপত্রে এখুনি লিখুন—

নেপথ্যে : ভিক্ষা দাও পুরবাসী, ভিক্ষা দাও সন্ন্যাসীকে, ভিক্ষা দাও !

শিবাজী : দেব—দেব হে মহাভিক্ষুক ! ভিক্ষা প্রার্থনা কেবল তোমার এ অধম শিষ্যকে পরীক্ষা মাত্র—গুরুর প্রসাদে শিষ্যও গুরুকে পরীক্ষা করবার স্পর্দ্ধা রাখে ! লিখুন পেশোয়া—

পেশোয়া : আমি প্রস্তুত ছত্রপতি—

শিবাজী : লিখুন ঐ ভূর্জ্জপত্রে—"আমি ছত্রপতি শিবাজী, এই মুহূর্ত্তে আমার অধিকৃত সমগ্র রাজ্য গুরুদেব রামদাস স্বামীকে ভক্তি-উপহার প্রদান করছি— দিন, আমি স্বাক্ষর ক'রে দিই—"শিবাজী, ছত্রপতি"

পেশোয়া : সমগ্র রাজ্য দান করলেন ? সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজ্য-

রক্ষা কি সম্ভব হবে—পরম শত্রু ঔরংজেব যখন সীমান্তে শ্যেনদৃষ্টি মেলে প্রতীক্ষায় আছে ?

শিবাজী : সে-কথা তারই বিচার্য্য, যিনি ভিক্ষা চেয়েছেন। আমি ভিক্ষা দিয়েই কৃতার্থ।

নেপথ্যে : ভিক্ষা। ভিক্ষা! ভিক্ষা!

শিবাজী : যান, যান, পেশোয়া! গুরুকে প্রণাম ক'রে এই দানপত্র তাঁর ভিক্ষার ঝুলিতে অর্পণ করুন! দেখি, মহাভিক্ষুকের ভিক্ষার পিপাসা এতেও মেটে কি না!

( পেশোয়ার প্রস্থান )

নেতাজী : মারাঠার ভাগ্যচক্র আবার কোন্‌দিকে আবর্ত্তিত হ'ল কে জানে!

শিবাজী : কল্যাণের দিকে—এ-কথা বিশ্বাস করো নেতাজী! যাঁর আশীর্ব্বাদে শিবাজী আজ শত্রুজয়ী, যাঁর আশীর্ব্বাদে মারাঠা আজ ভারত-জাতি-সভায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাঁর পদে আত্মসমর্পণে জাতির কল্যাণ বই অকল্যাণ কখনো সম্ভবে না! আর এ ত শুধু আমাদের কৃতজ্ঞতার বিলম্বিত প্রকাশ! পূজালগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন! ঐ যে গুরুদেব!

( রামদাস ও পেশোয়ার প্রবেশ )

শিবাজী : গুরুদেব! ( প্রণাম )

সকলে : গুরুদেব। ( নতজানু হইয়া উপবেশন )

রাম : তুমি আমায় রাজ্য দান করেছ শিববা ?

শিবাজী : গুরুকে দান করবার স্পর্দ্ধা শিষ্যের নেই। পূজার অঞ্জলি নিবেদন করেছি।

রাম : রাজ্য তাহ'লে এখন আমার ?

শিবাজী : চিরদিনই আপনার ছিল। আজ আনুষ্ঠানিক-ভাবে আপনার। সিংহাসন গ্রহণ করুন প্রভু।

রাম : আমি বসব সিংহাসনে—তুমি কি করবে শিববা ?

শিবাজী : যদি গুরুর কোন আদেশ থাকে, তা পালন করব। যদি কোন আদেশ না থাকে, তাঁর সেবা করব। তার চেয়ে শ্রেয়তর কাম্য শিবাজীর কি আছে ?

রাম : বেশ, আদেশ আছে। এই রাজ্য আমার হয়ে তুমি পালন করো। সিংহাসনে আমার প্রতিভূ হয়ে তুমি উপবেশন করো আজ থেকে।

শিবাজী : ভগবান রামচন্দ্র ভ্রাতাকে যখন সিংহাসনে বসতে বলেছিলেন, তিনি স্বীকৃত হন নি। নিজে না ব'সে রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন ক'রে তিনি তারই নামে রাজ্য শাসন করেছিলেন। আমায়ও সেই অনুমতিই করুন প্রভু। সিংহাসনের

মোহ বড় সর্ব্বনাশা মোহ—আমায় নিষ্কৃতি দিন ও-থেকে !

রাম : রামচন্দ্রের পাতুকা ছিল, তিনি দিয়েছিলেন। রামদাসের ত' পাতুকা নেই ! আছে এই গৈরিক-উত্তরীয় ! চাও যদি—নিতে পারো !

শিবাজী : সেই আমার বহু ভাগ্য ! দিন প্রভু, ওই গৈরিক উত্তরীয় দিন ! মারাঠার রাজশক্তি যে নির্লোভ, নিস্পৃহ, উদাসীন, বৈরাগী, তারই নিদর্শন হয়ে ঐ উত্তরীয় সিংহাসনে বিরাজ করুক !

রাম : না—শিববা ! সিংহাসনে তুমিই বসবে। কারণ, এ ত্রেতাযুগ নয়—যখন ধরায় ত্রিপাদ-ধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল—প্রজা ছিল ধর্ম্মভীরু ! এ ঘোর কলি—এখন নিষ্প্রাণ উত্তরীয়কে নিদর্শনরূপে ব্যবহার করা চলে, কিন্তু তার নামে রাজ্য শাসন করা চলে না। তার চেয়ে ঐ উত্তরীয়কে তুমি পতাকারূপে ব্যবহার করো—শান্তি ও সংগ্রামে ভারতের দিগন্তে উড্ডীন হয়ে সে মারাঠার নির্লোভ দেশপ্রেমের মহিমা জগৎবাসীর সমক্ষে যুগ-যুগ ঘোষণা করুক !

শিবাজী : তাই হ'ক প্রভু ! সন্ন্যাসীর প্রতিভূরূপেই আমি সিংহাসনে ব'সে রাজকার্য্য পরিচালন করব !

সন্ন্যাসীর গৈরিকবাসই হবে মারাঠার জাতীয়-পতাকা। আশীর্ব্বাদ করুন—মারাঠার প্রাণশক্তি যেন সারা ভারতে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, পরস্ব-লালসামুক্ত সমদর্শী মহাধর্ম্মরাজ্য, যা আহিমাদ্রি কুমারিকা পরিব্যাপ্ত হয়ে পরম শান্তির অনুধ্যানে জনগণকে চির অনুপ্রাণিত রাখবে!

সকলে : জয় রাজসন্ন্যাসী—শিবাজীর জয়!

শেষ

বাংলার একডাকে-চেনা মনীষীদের লেখা, বহুবাঞ্ছিত—

# অলকনন্দা-সিরিজ

একটাকা সংস্করণ "অলকনন্দা-সিরিজে" প্রকাশিত যে অ্যাডভেঞ্চার ও ডিটেক্‌টিভ বইগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে:

# অনুবাদ-সিরিজ

আমাদের একটাকা সংস্করণ 'অনুবাদ-সিরিজে' প্রকাশিত হয়েছে

মানুষের-গড়া দৈত্য
( বাংলায় ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন )
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

কেনিলওয়ার্থ
শ্রীস্মথনাথ ঘোষ

রুষ-গেরিলার কাহিনী
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বড়দিনের বন্দনা
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নাইনটি-থ্রী
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

রাজা আর্থার ও রথী
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

থ্রী মাস্কেটিয়াস ( ২য় খণ্ড )
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আজবদেশ লাপুটা
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সর্বসর্বা
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

থ্রী মাস্কেটিয়াস ( ১ম খণ্ড )
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

স্বর্ণ-নদী
(অপরূপ বিলাতী রূপকথা )
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কাউন্ট-অফ মন্টিক্রিস্টো
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

ছোট্ট পমির অভিযান
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

আইভ্যান্হো
শ্রীস্মথনাথ ঘোষ

বিদ্যালয়ে বাদল
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

ট্যালিসম্যান
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা